www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৬ ভাদ্র – ২২ ভাদ্র, ১৪২৪ ঃ ২ সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 45, 2 September - 8 September, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ধর্ষণ সহ নানা কুকর্মে অভিযুক্ত গুরমিত রাম রহিম বা

রাম রহিম বাবা এখন জেলে। ২০ বছরের সাজা হয়েছে তার। কিন্তু বাবার ভক্তদের তাণ্ডবে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল হরিয়ানা, প্রাণ দিলেন কিছু মানুষ। অকর্মণ্যতার দায়ে রাজ্য সরকারও এখন কাঠগড়ায়।

রবিবার : কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতেই ফের জঙ্গি হানা

শুরু করেছে পাকিস্তান। জম্মুর আরএস পুরায় স্নাইপার হানা, সুন্দরবনিতে মর্টার হানা সহ সংঘর্ষ হয়েছে পারগওয়াল সেক্টরেও।

সোমবার : কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিয়ে মালিকদের

নানা প্রতারণা বহু সময় সামনে আসা। এবার থেকে কর্মীদের টাকায় কেনা ইউনিট কর্মীদের অ্যাকাউন্টেই রাখার চিন্তাভাবনা করছে অছি পরিষদ।

মঙ্গলবার : শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক পথেই ইতি ঘটল

ডোকালাম বিতর্কের। সেনা সরাতে রাজি হল চিন ভারত দু দেশই। তবে দুই দেশের মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে কূটনীতিকদের।

বুধবার : অবশেষে বিমল গুরুং ছাড়াই নবান্নে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য

সরকার ও মোর্চার দার্জিলিং বৈঠক। আলোচনা তেমন ফলপ্রসূ না হলেও ফাটল ধরে গিয়েছে মোর্চার সংগঠনে। একদল বলছে বনধ শিথিল করার কথা, অন্যরা অনড় বনধেই।

বৃহস্পতিবার : বিভিন্ন সরকারি সাহায্য পেতে আধার

সংযুক্তিকরণের সময়সীমা ছিল ৩১ আগস্ট। সেই সময়সীমা বাড়িয়ে করা হল ৩১ ডিসেম্বর। গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেকে।

শুক্রবার : হুকিং-ট্যাপিং সহ নানা কৌশলে বিদ্যুৎ চুরি ও

যৎসামান্য আয়ে অতিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদায় থেকে সরবরাহ পুরোটাই তুলে দিতে চায় বেসরকারি হাতে। বীরভূমে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে এই পদক্ষেপ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

চিনা প্লাস্টিক আরডিএক্স জঙ্গিদের নতুন হাতিয়ার

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বিভিন্ন কড়া ব্যবস্থা ও নজরদারি সত্ত্বেও যতদিন যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ যেন লাগাম ছাড়াচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দাদের দুশ্চিন্তা এখানেই। অনুপ্রবেশ রোধে নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নত কৌশলে রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হয়েই চলেছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাগুলোর সীমান্তগুলি হল অনুপ্রবেশের সহজ পথ। একপ্রকার ওপেন করিডর হিসেবে অনুপ্রবেশকারীদের কাছে স্বীকৃত উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তগুলি। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, সাধারণ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফাঁক গলে জঙ্গিদের ভারতে অনুপ্রবেশ অসম্ভব নয়। আর এই জেলার বনগাঁ, হাসনাবাদ রেল ও সড়কপথ হয়ে কলকাতা, হাওড়া দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও করছেন তারা। তাদের আরও আশঙ্কা এই অনুপ্রবেশের হাত ধরে আগামী দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাবড়া থানাধীন বেলেডাঙা থেকে ধূর সিন্ডিকেটের দুই মাথাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সম্পর্কে তারা বাবা ছেলে। বাবা ৬২ বছরের অসীম ঘোষ ও ছেলে শিশির ঘোষ। তাদের বাড়ি থেকে একই সঙ্গে খুলনা জেলার তিন বাংলাদেশিকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে গত দু'মাসে এদের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার বাংলাদেশির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এ রাজ্যে। তাদের পুলিশ হেফাজত নিয়ে আরও তথ্য জানার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই ঘটনার পাশপাশি আর একটি নতুন চাঞ্চল্যকর খবরে গোয়েন্দা মহলে উদ্বেগ বেড়েছে। সম্প্রতি গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, জঙ্গিদের হাত ধরে চিন থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে ঢুকছে 'প্লাস্টিক আরডিএক্স'। যা মেটাল ডিটেক্টর কিম্বা স্নিফার ডগের তল্লাশিতে ধরা পড়বে না। এহেন বিস্ফোরক রাজ্যে মজুত করা হচ্ছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। গোয়েন্দাদের আরও দাবি, এই ধরনের আরডিএক্স দিয়ে 'মানব বোমা' তৈরি হয়। গোয়েন্দারা জানান, আরডিএক্স এক ভয়ানক শক্তিশালী বিস্ফোরক। তবেই সাধারণ আরডিএক্স মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে। কিন্তু একে এক ধরণের গুঁড়ো পাউডার থাকার কারণে কখনও কখনও তো মেটাল ডিটেক্টরে ধরা পড়ে না। সেক্ষেত্রে স্নিফার ডগের ব্যবহার হয়। গন্ধ শুঁকে স্নিফার ডগ তা ধরে ফেলে। কিন্তু এই প্লাস্টিক আরডিএক্স ধরা মুশকিল। একারণে আন্তর্জাতিক চোরবাজারে সাধারণ আরডিএক্স-এর চেয়ে এই প্লাস্টিক আরডিএক্স-এর দাম প্রায় ৬ গুণ বেশি। বিষয়টা দেশের নিরাপত্তার পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক। এক গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, পুরো বিষয়টি পরিচালনা করছে পাকিস্তানের আইএসআই-এর এক চর। এর পিছনে কোটি কোটি টাকা লগ্নি করছে পাকিস্তান। নতুন ধরনের এই প্লাস্টিক আরডিএক্স আমদানি হচ্ছে চিন থেকে। প্লাস্টিকের আবরণে মোড়া এই বিস্ফোরককে বলা হয়, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ককেয় মাস আগেও চিন থেকে নেপাল সীমান্ত দিয়ে এই বিস্ফোরক বাংলাদেশে ঢুকেছে। সম্প্রতি নেপাল তার সীমান্তে কড়া নজরদারি চালানোর পাশাপাশি ভারতের একাধিক সীমান্ত সিল করে দিয়েছে। একারণে জঙ্গিরা এখন নেপাল সীমান্তর পরিবর্তে মায়ানমার সীমান্তকে ব্যবহার করছে চিন থেকে এই বিস্ফোরক আমদানির ক্ষেত্রে। তারা জানান, প্রথমে এই বিস্ফোরক চিন থেকে মায়ানমার সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে আমদানি করছে জঙ্গিরা। তারপর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাদ্বয় সহ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে তা এদেশে ঢুকছে। গোয়েন্দারা আরও জানান, আইএসআই-এর নেতৃত্বে জঙ্গি সদস্যরা সীমান্তের সাধারণ গরিব টিপারদের এই বিস্ফোরক পারাপারে ব্যবহার করছে। এই টিপাররাই সীমান্ত পেরিয়ে এই বিস্ফোরক এপারে নিয়ে এসে এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে অপেক্ষমান জঙ্গিদের হাতে তা তুলে দেয়। এরপর সুযোগমতো ফ্যামিলি কারে চেপে তা ঢোকে কলকাতা, হাওড়ায়। বিমানে চেকিংয়ের ব্যাপক কড়াকড়ি থাকায় ট্রেনপথেই এই প্লাস্টিক আরডিএক্স চলে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বলে গোয়েন্দাদের দাবি। এক গোয়েন্দা আধিকারিক বলেন, 'এই চক্রের কেউ এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

ব্যাক স্ট্রোক

ওঙ্কার মিত্র

বিচারের কান্না কি থামবে

গত সোমবার অর্থাৎ ২৮ আগস্ট ভারতবর্ষের ৪৫ তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন বিচারপতি দীপক মিশ্র। রাষ্ট্রপতি ভবনে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে শপথবাক্য পাঠ করালেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সহ নেতা মন্ত্রীরা। এই প্রথম এমন একজন প্রধান বিচারপতি পদে আসীন হলেন যিনি ইয়াকুব মেমনের কেস করার সুবাদে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। চড়েন বুলেট প্রুফ গাড়ি। প্রধান পদ থেকে অবসর নেবেন ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর।

দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের নানা সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন হাজির হন আদালতের দরজায়। অথচ প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেশবাসীর মধ্যে তেমন কোনও উৎসাহ জোগায় না কারণ বিলম্বিত বিচারের যন্ত্রণা কমা তো দূরের কথা বরং বেড়ে চলে। বিচার বিভাগের তথ্য বলছে আদালত সাধারণ মানুষের অভিশাপ। বিচারের আশায় ঘুরে ঘুরে দেশবাসী ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। এ তথ্য কেমন? দেশের বিভিন্ন আদালতে ৩০ মিলিয়ন কেস পড়ে আছে বিচারের অপেক্ষায়। ৯০ মিলিয়ন মানুষ দিন গুনছেন বিচারের আশায়। এর কারণ বিচারপতির অভাব। সুপ্রিম কোর্টে পুরনো মামলার সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। বিচারপতির খালি পদের সংখ্যা ৫ জন। দেশের হাইকোর্টগুলিতে পড়ে আছে ৩৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৬টি মামলা। বিচারপতি খালিপদের সংখ্যা ৪৬৪টি। জেলা ও সাব আদালতে বিলম্বিত মামলার সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩। খালি রয়েছে ৪ হাজার ১৬৬ জন বিচারপতির পদ। এই পরিস্থিতিতে ধনে প্রাণে মারা যাচ্ছেন বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিচারপ্রার্থীদের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রধানমন্ত্রীদের সামনে চোখের জল ফেললেও কাজের কাজ কিছুই করতে পারেন নি। বাড়তে পারেন নি বিচারপতি-জনসংখ্যা অনুপাত। ফ্রান্সে ও আমেরিকায় এই অনুপাত যেখানে যথাক্রমে ১২৪ ও ১০৮ সেখানে ভারতে মাত্র ১৭। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রও দেশের চেয়ে আলাদা নয়। এ রাজ্যের অনুপাত মাত্র ৮। জেলা আদালতগুলিতে পড়ে থাকা মামলার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার ১২২টি।

যন্ত্রণার এখানে শেষ নয়। বিচারপ্রার্থীরা প্রতিদিন হয়রান হচ্ছেন নানা অছিলায়। কোনও সময় নির্দিষ্ট দিনে হাজির থাকছেন না বিচারপতি, কোনও সময় উকিলবাবুর অনুপস্থিতিতে তারিখ বদলাচ্ছে, কোনও সময় কর্মবিরতিতে বিলম্বিত হচ্ছে সময়। এর উপর রয়েছে ছুটির বিষ ফোঁড়া। গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, শীতের ছুটি আদালতের অলঙ্কার আর সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা।

কথায় আছে বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে। এ কান্না থামাবে কে? নব নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি শপথ নিলেন। বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন বলে। তিনি কি পারবেন বিলম্বিত বিচারের চিত্র পাল্টাতে, মানুষের যন্ত্রণা কমাতে। যদি না পারেন তাহলে প্রধান বিচারপতির পদে কে বসলেন দেশবাসীর তাতে কিছু যায় আসে না।

সুন্দরবনের অরক্ষিত নদীপথে বেআইনি অস্ত্র ঢোকার আশঙ্কা

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর আসন্ন শারদীয়া উৎসবের সময় এ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাংলাদেশ লাগোয়া সুন্দরবন এলাকার নদীপথে বেআইনি অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা আছে। অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে জেহাদি জঙ্গি এবং বেআইনি

লক্ষ্য কী পঞ্চায়েত ভোট?

অস্ত্রশস্ত্র এ রাজ্যে ঢুকতে পারে। কেন্দ্রীয় ওই সূত্র জানাচ্ছেন, এমনিতেই শারদীয়া উৎসবের সময় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর জন্য ওপার বাংলা থেকে উস্কানিমূলক 'গুজব' ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায়। এ রাজ্যের সীমান্ত লাগোয়া কিছু এলাকা এবং কলকাতা শহরের বন্দর এলাকা, সুন্দরবনের কিছু প্রত্যন্ত এলাকায় মৌলবাদী কিছু 'জেহাদি' যুবক ইতিমধ্যেই ভারত বিরোধী গোপন সভা সমিতির মাধ্যমে যুবক যুবতীদের বিপথে চালিত করার অপচেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের কর্মীরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন যুবককে চিহ্নিত করে 'নজরদারী' শুরু করেছে। অন্য একটি সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি, মীনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দলে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আছে। পুজোর পরেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৎপরতা শুরু হয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আশঙ্কা করছে, ভোটের সময় সুন্দরবন এলাকার বেশ কয়েকটি অঞ্চল অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে। এখন থেকেই ওই সব এলাকায় বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র মজুত হচ্ছে। ওপার বাংলা থেকে এই সুযোগে জেহাদি দুষ্কৃতীরা এ রাজ্যের সুন্দরবন এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢুকতে মরিয়া। উত্তর ২৪ পরগনার ইছামতী নদীতে দুই বাংলার প্রতিমা বিসর্জনের রীতি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই বিসর্জনের সময় ওপার বাংলার অনেক মানুষ এ রাজ্যে অবৈধভাবে প্রবেশ করত। অনেকে আর ওপারে ফিরেই যায়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সুন্দরবন এলাকায় বিএসএফ এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করেছে। এ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও সীমান্ত লাগোয়া থানাগুলির আইসিদের সতর্ক করেছে। পুজোর সময় যাতে নজরদারিতে কোনও শিথিলতা না থাকে তারজন্য পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

জীর্ণ দশা নামখানার নাদাভাঙা স্কুলের

গাছতলায় চলছে পঠনপাঠন

মেহেবুব গাজী

শহরের যখন বেসরকারি স্কুল নিয়ে রাজ্য সরকার মেতে উঠেছে ঠিক তার উল্টো চিত্র দেখা মিলল সুন্দরবনের দ্বীপের নামখান নাদাভাঙায়। পাকা একটি স্কুল আছে বটে, কিন্তু সেখানে ক্লাস করা যায় না। কোথাও ছাদ থেকে ভেঙে পড়ছে বড় বড় চাঙড়, আবার কোথাও থেকে পড়ছে জল। স্কুলের ছাদে, পিলারে একাধিক ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জলে ভরে যায় ক্লাসরুম। স্কুলে নেই কোনও চেয়ার, টেবিল। খুদে পড়ুয়াদের বসতে হয় স্কুলের মেঝেতে। তাই বৃষ্টির জল পড়লেই স্কুলের পঠনপাঠন শিকেয় ওঠে। আবার ২টি ক্লাস রুম পুরোপুরি পরিতক্ত্য। সেই ২টি ক্লাসের পা্য়াদের স্কুলের বাইরে গাছতলায় ক্লাস হয়। গত ৫ বছর ধরে স্কুলের এমন হতশ্রী চেহারা নামখানা নাদাভাঙা পূর্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শিবানী গিরি স্কুলের জন্য স্থানীয় এসআই অফিস থেকে সর্বশিক্ষা মিশনের কাছে স্কুলের বেহাল দশার ছবি নিয়ে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শন করে দ্রুত সংস্কারের রিপোর্টও দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। অগত্যা ছোট ছোট পড়ুয়াদের রোদ, জল গায়ে মেখে প্রাথমিকের পাঠ নিতে হচ্ছে। নামখানার বিডিও রাজীব আহমেদ বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে দ্রুত সংস্কার করা হবে।'

নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েত এলাকাটি হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী তীরবর্তী। নদীর আধ কিমির মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়। আশির দশকের শুরুতে এই স্কুলটি চালু হয়। পরে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে পাকা স্কুল ভবনটি তৈরি হয়। কিন্তু এই ভবনের নির্মাণের মালপত্র আনার সময় ভুটভুটি নদীতে উল্টে গিয়েছিল। ফলে নোনা জলে ইমারতী দ্রব্যের অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সেই মালপত্র দিয়েই ভবনটি গড়ে ওঠে। ৫টি রুমের একতলা স্কুলভবন তৈরি হয়। কিন্তু ২০০৪ সালে সুন্দরবন এলাকায় সুনামি হয়। সেই সুনামির জেরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় স্কুলটি। চারিদিকে ফাটল দেখা যায়। তারপর বছর যত গড়িয়েছে, স্কুলের দশা করুণ হয়েছে। সর্বশিক্ষা মিশন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, জেলাশাসক-সহ মহকুমাস্তরেও বেহাল স্কুলের ছবিটি নজরে আনা হয়। কিন্তু আজও সংস্কার হয়নি। নির্বাচনের সময় এই স্কুলে ২টি বুথও হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বীর ছায়া আতঙ্ক মমতার

প্রতিরুদ্ধ বাউল : মোদি হাওয়ার উপস্থিতি টের পাওয়া গিয়েছিল গত লোকসভা ভোটেই। কিন্তু তার ছায়া যে ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে উঠবে সম্ভবত তা বুঝতে পারেন নি বাংলার লড়াকু নেত্রী বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভেবেছিলেন নিজের প্রচারের আলোয় ফিকে করে দেবেন ওই ছায়াপথ। এমনকি কটাক্ষ করে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেও ছিলেন এলাকায় বাম-কংগ্রেসকেও সাহায্য করুন যাতে তারা টিকে থাকতে পারে। আসল উদ্দেশ্য ছিল সেই ছায়া যেন বাড়তে না পারে। কিন্তু হল উল্টোটাই। সাম্প্রতিক পুর নির্বাচন প্রমাণ করে দিল বাম-কংগ্রেস নয় এবার থেকে তাঁকে বিজেপি-র সঙ্গেই মুখোমুখি লড়তে হবে রাজনীতির ময়দানে। পরিস্থিতি এমন যে এই ছায়া আতঙ্কই এখন কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে মমতার মনে। ফলে মোদির জনপ্রিয়তা আটকাতে তাঁর আক্রমণ এখন আরও ধারালো, আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে এর ফলে এক সময়ের সঙ্গী হিসাবে মমতার সুবিধাই হল। এছাড়াও এ রাজ্যে বিজেপির সংগঠনও তেমন জোরদার নয়। লড়াই অনেক সহজ হবে। সম্ভবত এখানেই ভুল হচ্ছে বিশ্লেষণে। প্রথম এক সময়ের সঙ্গী বিজেপি এখন মমতার সম্পূর্ণ অচেনা। তাঁর চেনা-জানা পরিবেশ পুরোটাই পাল্টে গিয়েছে মোদি-অমিতের বিজেপিতে। সেই বাজপেয়ীজি নেই যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় একসময় তিনি রাজনীতির আলো

এই রাজনৈতিক সমীকরণ এখন শুধুই অতীত।

পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে মরিয়া হয়ে খুঁজেছিলেন আদবানীজিকে। কিন্তু তিনি এখন দলের শোভা মাত্র। ভালোবেসে কাউকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছেন। এই অচেনা ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাবনাই এখন কাঁপুনি ধরাচ্ছে তৃণমূল নেত্রীর লড়াকু মনে। তার উপর রাজনৈতিক আশ্রয় কমে গিয়েছে। কংগ্রেস এখন নিজেই অপুষ্টির শিকার। অন্যকে খাদ্য জোগানোর ক্ষমতা নেই। অন্যান্যরা হয় দ্বিধাবিভক্ত নয়তো দুর্নীতির দায়ে জনমানসে কালিমালিপ্ত। পড়ে থাকা বামেরা এখন চরম অভ্যন্তরীন টানাপোড়েনে বিদীর্ণ। যাদের এসময় পাশে পাওয়ার কথা সেই নিজের দলের নেতাদের কোনও ক্ষমতাই নেই দলনেত্রীকে সাহস জোগানোর। তার উপর তাদের অনেকেই দুর্নীতির দায়ে নিজেদের সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। ফলে তিনি বুঝে গিয়েছেন আগামী পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা নির্বাচনে বর্তমান জাতীয় ও শাসকদলের সঙ্গে লড়তে হবে তাঁকে একাই। তাই এখন থেকেই ভাষণে তার প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের দ্বিতীয় ধারণাও ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে টেকে না। কারণ অতীতে বহু রাজনৈতিক মঞ্চ দেখা গিয়েছে যেখানে পরিবর্তনের প্রয়োজনে কোনও সংগঠন ছাড়াই জড় হয়েছেন বহু রাজনৈতিক শক্তি। তাই বাংলায় বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি যাই থাকুক না কেন, দিলীপবাবুদের মঞ্চ এখন মমতা বিরোধীদের লাইফবোট। দুর্বল ভাঙাচোরা কংগ্রেসী ও বাম নৌকো থেকে নিচুতলার মার খাওয়া কোনঠাসা কর্মীরা এখন বিজেপির মঞ্চকেই আঁকড়ে ধরছেন। নির্বাচনের ঢেউ যত এগিয়ে আসবে বিজেপির লাইফবোটে ওঠার প্রবণতাও বাড়বে। এই যৌথ শক্তিই দিলীপবাবুদের শক্তি হয়ে দেখা দেবে। অবশ্য তা সফলতা এনে দেবে কিনা নির্ভর করবে কাণ্ডারী নির্বাচনের উপর।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল নেত্রীর আরও দুটি ভুল সম্ভবত বিজেপির এক্স ফ্যাক্টরে পরিণত হচ্ছে। এক, ধর্ম নিয়ে অহেতুক সক্রিয়তা রাজনৈতিক মেরুকরণ স্পষ্ট করে দিচ্ছে। দুই, 'বিজেপি ভারত ছাড়' কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে বিজেপিকে প্রচারের আলোয় পৌঁছে দেওয়া। আসলে রাজনীতি ভুলের খেলা। একবারের একটা ভুল জন্ম দেয় অসংখ্য ভুলের। শেষ হয় পতনের মাধ্যমে। ফলে এটা পরিষ্কার যে এ রাজ্যের আগামী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা থাকবে না। চরম অস্বস্তির মধ্যেই কাটাতে হবে রাজ্যবাসীকে। যার শুরু হবে আগামী উৎসবের মরশুম শেষ হলেই।

খাদের মুখ থেকে সূচককে ফের টেনে তুলছেন বুলরা

পার্থসারথি গুহ

কারেকশনের মুখ থেকে ফের বাজারের কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছেন মিস্টার বুলরা। আর তাদের ঝটিকা আক্রমণে কোণঠাসা বেয়াররা। আসলে এখন ভরপুর বুল জমানা বা তেজি দিনকাল চলছে। এখানে উলটো খেলতে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। তা বলে বাজারকে ফের ওপরে উঠতে হলে নিফটির নিরিখে পার করতে হবে ৯৯৫০–এর জায়গাটা। উল্লেখ্য এটা হল সাম্প্রতিকালের মধ্যে নিফটির সবথেকে ওপরের জায়গা। আর এই জায়গাটা পেরোলে পরবর্তী গন্তব্য দাঁড়াবে ৯,১৩৭। যা নিফটির লাইফ টাইম হাই।

শেয়ার বাজারের এই ওঠানামার সঙ্গে সড়গড় হতে পারেন না অনেকেই। এখন দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজার বাড়েই বা কেন, আর পতনের পিছনেই বা এমন কী কারণ থাকে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে কথাটা উঠে আসে তাহল ইতিবাচক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সর্বোপরি বাজারে চাহিদা গড়ে ওঠা। আবার পতনের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো দিকটাই সংগঠিত হয়ে থাকে।

আসলে এই বাজারের গতিবিধি ধরে ভবিষ্যতবাণী করা আর ভগবান লাভ করা কার্যত এক। কারণ ক্ষণে ক্ষণে নিজের রং পালটে ফেলে ভারতীয় শেয়ার বাজার। কখনও অস্থিরতায় ভরপুর দাপাদাপি, আবার কখনও কনসোলিডেশনের নীরব স্তব্ধতা। সে কিছুতেই বুঝতে দেবে না কোন দিকে এগোচ্ছে সে। বাজারের অভিমুখ উর্দ্ধমুখী না নিম্নমুখী তা মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং সেশন দেখে বোঝা যায় না। তাই অনেক রথী মহারথী মানে যাদের অন্ততপক্ষে শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে হস্তি বলে বিবেচনা করা হয় তারাও বেমালুম বোকা হয়ে যায় এর অদ্ভুত আচরণে। এই খামখেয়ালিপনার জন্য শেয়ার বাজার বিশেষ পরিচিত। এই ধরুন আপনার বা ধরুন ভারতের সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো, তার মানে এখানকার সূচকের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা এমনটাই ভাববেন আপনি। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যাবে সারা বিশ্ব বাজার থেকে আসা খারাপ সংবাদ একে নিচের দিকে টেনে নামাচ্ছে। আবার

অর্থনীতি

যখন বিদেশের অবস্থা খুব চমৎকার তখন গিয়ে দেখা গেল দেশ থেকে আসা খারাপ খবরের জেরে ভারতের বাজার একেবারে চিৎপটাং হয়ে গেল। সুতরাং আবহাওয়ার মতো যদি আপনি ভাবেন শেয়ার বাজার সম্পর্কে আগাম আভাস দেওয়া যায় তা হলে আপনি বা আপনারা খুব ভুল করছেন। এখানে খানিকটা ভাগ্যের ভূমিকাও রয়েছে। ওই ব্যাপারটা হল লাগলে তুক আর না লাগলে তাক। এর ওপর ভর করে হয়তো কেউ কেউ মুরুব্বিয়ানা মেরে থাকেন শেয়ার বাজারে। তা বলে সব কিছুই এইরকম আন্দাজে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোম্পানি এবং তার বাজার সম্পর্কে পড়াশুনা। এই ব্যাপারটা নখর্দপণে থাকলে কিছুটা তো এগনো যায়ই। তাই বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেলানো না হোক একটা সম্ভাবনার ছবির রূপদান করা যায়। এর বলে বলীয়ান হয়ে তাই বিশেষজ্ঞরা শেয়ারের ওপর তাদের মতামত দিয়ে থাকেন যাকে ধরা হয় এক্সপার্ট ভিউ হিসাবে। আগেই বলেছি এই বাজারের ধার এতটাই অদ্ভুত যে এখানে অনেকসময় বিশেষজ্ঞরাও হোঁচট খেয়ে পড়েন। তখন ফিসফাস শোনা যায় বাজারের অন্দরে যে ওই বিশেষজ্ঞরা কোনও কোম্পানি বা প্রভাবশালীর হয়ে তাদের মত তুলে ধরেছেন। ঘুরিয়ে এভাবে তাদের সমালোচনা করা হয়। ঝড়ে বক মরার মতো মাঝে মধ্যে এক আধটা লেগে গেলে তাদের আর দেখে কে। এর মধ্যে অনেক শেয়ার বাগ্মী রয়েছেন যারা ঠুনকো খবর দেন না। তাদের কথার মধ্যে পরিপূর্ণ যুক্তি থাকে। ফলে এদের খবর সঠিক ফান্ডামেন্টাল ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এদের কথার গ্রাহ্য করা যায়। তবে সবজান্তা মার্কা যে সব বিশেষজ্ঞ বাজার এবং শেয়ার নিয়ে আগডুম বাগডুম বকেন তাদের কথায় গুরুত্ব দিয়ে সময়ে নষ্ট না করাই ভালো। শেয়ার বাড়া কমা বা বাজারের উত্থান পতনের ব্যাপারে দুধরনের মতামত বাজারে প্রচলিত। এক হল ফান্ডামেন্টাল বা কোম্পানির গুণগত মান, তার রেজাল্ট ইত্যাদি নিয়ে সংগৃহিত খবর। আর দ্বিতীয়টি হল টেকনিক্যালস, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শেয়ার কেন বাড়ছে, কবে কত দামে শীর্ষে আরোহন করেছিল, কত নিচে এসেছিল এইসব ট্র্যাক রেকর্ড দেখে যে হিসাব করা হয়ে থাকে সাধারণভাবে তাকে শেয়ার টেকনিক্যালস বলা হয়ে থাকে। এমনিতে দেখা যায় শেয়ার বাজারে যুযুধান দুই শিবিরে বিভক্ত থাকেন এই ফান্ডামেন্টাল আর টেকনিক্যালসের কারিগররা। যেন প্রবল দুই প্রতিপক্ষ। এদের মধ্যেকার তীব্র লড়াইয়ে আবর্তিত হতে চলেছে শেয়ার বাজারের হালফিলের চলাফেরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগে ২৭৯ ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ও লাইব্রেরিয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ এবং লাইব্রেরিয়ন পদে ২৭৯ জন কর্মী নেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এই নিয়োগের অ্যাব্রিজড বিজ্ঞপ্তি নম্বর : R/BMOH/40(1)/1 & R/Librarian/41(1)/1–2017.

শূন্যপদের বিবরণ : ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথ : ২১৬টি (সাধারণ ১১১, তফসিলি জাতি ৪৮, তফসিলি উপজাতি ১৬, বিসি–এ ১৯, বিসি–বি ১৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৫)।

লাইব্রেয়িন : ৬৩টি (সাধারণ ৩৩, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৪, বিসি–এ ৬, বিসি–বি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in

ফি দিতে হবে ব্যাঙ্ক চালানের মাধ্যমে। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট ইন পোর্টাল সিস্টেমে (জি আর আই পি এস) অংশগ্রহণকারী যে কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের সুবিধার্থে আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। এই নিয়োগ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

এল আই সি হাউজিং ফিনান্সে ২৬৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ২৬৪ জন কর্মী নেবে লাইফ ইনশিওরেন্স কর্পোরেশন হাউজিং ফিনান্স। অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রথমে ৬ মাসের ট্রেনিং। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নিয়োগ হবে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে। ১ বছরের ট্রেনিং শেষে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে। পশ্চিমবঙ্গ পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার : ১০০টি। শিক্ষগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ নম্বর–সহ এমবিএ। বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ট্রেনিং চলাকালীন বেতন প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা। ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ৩২,৮১৫–৬১,৬৭০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট : মোট শূন্যপদ : ১৬৪টি। রাজ্য অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গ : ১০টি। ছত্তিশগড় : ৪টি। বিহার : ৯টি। ওড়িশা : ৯টি। মধ্যপ্রদেশ : ১০টি। অসম ; ২টি। উত্তরপ্রদেশ : ২০টি। দিল্লি : ৫টি। পাঞ্জাব : ৩টি। রাজস্থান : ১টি। সিকিম : ১টি। ত্রিপুরা : ১টি। উত্তরাখণ্ড : ১টি। হরিয়ানা : ১টি। পুদুচেরি : ১টি। গোয়া : ১টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে আবেদনের ক্ষেত্রে যে–কোনও একটি রাজ্যের নির্দিটে শূন্যপদের জন্যই আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৩,৯৮০–৩২,১১০ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সব শেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা এবং শিলিগুড়ি। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে নিয়োগের পরীক্ষা ১০ অক্টোবর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের পরীক্ষা ১২ অক্টোবর।

অনলাইন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : ইংলিশ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর) এবং নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৫০ নম্বর)। সময়সীমা ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.lichousing.com

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবাইটের মাধ্যমে : www.lichousing.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্তের সময় জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে। এবং কালো কালিতে করা সই (১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর একটি প্রভিশনাল রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজ লাগবে। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স অতিরিক্ত। ফি দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট (রুপে/ভিসা/মাস্টার/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা আই এমপিএস বা ক্যাশ কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৪৫

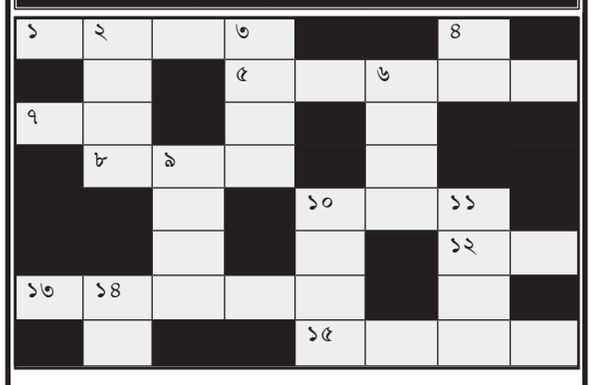

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। টপ্পার প্রবাদপুরুষ ৫। (আল.) বিপদ–আপদ ৭। এক ফুটবল খেলোয়াড় ৮। মুছতে লাগে ১০। মুসলমানদের বিবাহবিচ্ছেদ ১২। খুঁটি, থাম ১৩। যিনি দোকানদারি করে ১৫। সমান অক্ষরযুক্ত।

উপর–নীচ

২। তুমুল গোলমাল ৩। সহানুভূতিশীল ৪। 'পুণ্য' নয় ৬। সুকুমার রায়–এর এক নাটক ৯। চেতনা ১০। পদ্মফুল ১১। নদী বিশেষ ১৪। 'আমি —— পেতে রই'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৪

পাশাপাশি : ১। তাগড়া ২। বসাকবি ৪। ভার ৫। থসথস ৭। অবতার ৯ কক্ষ ১০। সৎকুল ১১। প্রবাসে।

উপর–নীচ : ১। তারাপথ ২। বন্ধুর ৩। কল্পনালতা ৪। ভাস ৬। সরবজিৎ ৭। অক্ষ ৮। রয়েবসে ৯। কচলে।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন পদে ৮৪ জন কর্মী নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগ হবে কেন্দ্রী সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থায় ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র জুলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতায় স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পূর্বাঞ্চলীয় অফিস। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ER–02/2017.

শূন্যপদের বিবরণ : পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : ER20517 : ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট–থ্রি : ৬১টি (সাধারণ ৪৫, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ১০)। সাধারণ ক্যাটেগরির শূন্যপদের মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত এবং শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক প্রার্থীরা স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি পড়ে থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মদ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : ER20617 : জুনিয়র কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আইটিআই কোর্স পাশ। বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ১৯,৯০০–৬৩,২০০ টাকা।

পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : ER20717 : কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৩টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : ২৫,৫০০–৮১,১০০ টাকা।

পোস্ট ক্যাটেগরি নম্বর : ER20817 : জুনিয়র জুলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান শাখায় স্নাতক, স্নাতকস্তরে অন্যতম বিষয় হিসেবে জুলজি পড়ে থাকতে হবে। কোনও জুলজিক্যাল মিউজিয়াম বা কোনও সরকারি সংস্থা সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে, জুলজিক্যাল টেকনিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে অগ্রধিকার। বয়স : ২৪–৯–২০১৭ তারিখে ১৮ তেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম : সপ্তম পে কমিশনের লেভেল ৫ অনুযায়ী।

তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

অ্যাসিস্ট্যান্টস (আর্কিটেকচারাল বিভাগ) পদে নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে সেন্ট্রাল রেভেনিউস কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে, জুনিয়র কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং কনজারভেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় এবং জুনিয়র জুলজিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হবে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায়।

প্রার্থী বাছাই করা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর) এবং জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর) বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। মোট সময়সীমা ১ ঘন্টা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ssconline.nic.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। দু'টি পার্টে দরখাস্ত করতে হবে– রেজিস্ট্রেশন পার্ট ও অ্যাপ্লিকেশন পার্ট। প্রার্থীদের আগে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো (১০০×১২০ পিক্সেল এবং ৪ থেকে ২০ কেবি–র মধ্যে) ও সই (৪০×৬০ পিক্সেল এবং ১ থেকে ১২ কেবি–র মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। তফসিলি, মহিলা, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অফলাইন বা অনলাইন, উভয় মাধ্যমেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। এছাড়া অনলাইন মাধ্যমে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, সে ক্ষেত্রে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ৩ অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Regional Director (ER), Staff Selection Commission, Eastern Region, Nizam Palace, 1st MSO Building, 8th floor, 234/4, A. J. C. Bose Road, Kolkata–700 020.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.sscer.org

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সৌরভের আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ বিশ্বকাপ জয়ী বিখ্যাত ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির বায়োপিক তৈরি হয়েছে। সেই ছবি তৈরির অনেক আগে থেকেই একাধিকবার দাবি উঠেছিল বিখ্যাত বাঙালি ক্রিকেটার তথা ভারতের সর্বকালীন সেরা অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির বায়োপিক তৈরির। শেষ অবধি বায়োপিক না হলে ও সৌরভ গাঙ্গুলি অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরই আপ্তসহায়ক '২২ইয়ার্ডস্ নামক একটি ফিল্ম তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই ছবি নিয়েই সৌরভ গাঙ্গুলির আপ্তসহায়ক পার্থ রুদ্র ও তাঁ স্ত্রী মিতালী ঘোষাল রুদ্রের বিরুদ্ধে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠলো।

সৌরভের বাঁদিকে পার্থ রুদ্র এবং ডানদিকে পার্থর স্ত্রী মিতালী ঘোষাল রুদ্র

ছবিটির প্রযোজন করছিল এম এস প্রোডাকশন নামক একটি সংস্থা আর সেই সংস্থার মালিক হলেন সৌরভ গাঙ্গুলীর আপ্তসহায়ক পার্থ রুদ্র। ছবি তৈরির নামে এঁরা টাকা তুলেছেন বলে বিধাননগর পূর্ব থানায় গত ২০ আগষ্ট অভিযোগ দায়ের করলেন কলকাতার বাসিন্দা তনুশ্রী গুহ রায় সেনচৌধুরী। তনুশ্রী দেবী জানান আমাকে এম এস প্রোডাকশনের সহযোগী প্রযোজক হিসাবে যোগ দেওয়ায় অভিযুক্তরা। এরপর ছবিটির জন্য ২০ লক্ষ টাকা দাবি করে ,আমি সম্পূর্ণ টাকা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ২০১৬ সালে ২২ ইয়ার্ডস্ ছবিটির জন্য দফায় দফায় মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আমার কাছ থেকে নেয়। পরবর্তী কালে সন্দেহ হওয়ায় টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এর পর আমাকে এম এস প্রোডাকশনের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে জানায় আমাকে এম এস প্রোডাকশনের সহযোগী প্রোযোজকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর সেই কারণেই আমি তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ফেরত চাই সংস্থার কাছে। একাধিক বার তাগাদা দেওয়া স্বত্বেও কোন সদুত্তর না মেলায় সৌরভ গাঙ্গুললি কে বিষয়টি জানাই সৌরভ প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বলায় আমি প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ।

বোমা বিস্ফোরণে উড়ল তৃণমূল নেতার চালাঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি: মজুত রাখা বোমা বিস্ফোরনে উড়ে গেল এক তৃণমূল নেতার চালাঘর। বীরভূম জেলার লোকপুর থানার বারাবন গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ২৩ আগস্ট সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বোমা বিস্ফোরণে উড়ে যায় তৃণমূল নেতা আইনুশ খানের চালাঘর। গোটা বাড়িটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ পৌছানোর আগে আইনুশের লোকজন পুরো বাড়িটির ধ্বংসস্তুপ পরিস্কার করে ফেলে। দাদা, বৌদি আহত হয় কিন্তু তাদের কোথায় চিকিৎসা চলছে জানে না গ্রামবাসীরা। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতোটাই ছিল যে, ইঁটের গাঁথনির তিনটি দেওয়াল সহ খড়ের ছাউনির চালও উড়ে গিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এক সাংবাদিককে হেনস্থা ও বাকি সাংবাদিকদের গ্রামে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে আইনুশের লোকজনের বিরুদ্ধে। ২০০৮ সালের একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা আইনুশ খান।

কয়েনে জেরবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দশ টাকার কয়েন নিয়ে ভোগান্তির শিকার হল রোগীর এক আত্মীয়। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার সদর শহর খোদ সিউড়িতে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। বোন উর্মিলা কুমারীকে নিয়ে ঝাড়খন্ডের ম্যাসাঞ্জর থেকে ডাক্তার দেখাতে আসে দাদা নকুল রায়। ২৪ আগস্ট সিউড়ির চিকিৎসক অশোক রায়কে দেখানোর পর ৩০০ টাকা ফি হিসাবে ৩০টি দশ টাকার কয়েন চিকিৎসককে দেয় নকুল। এরপরেই বাধে বিপত্তি। দশ টাকার কয়েন না নিয়ে প্রেসক্রিপশন না দেওয়ার অভিযোগ উঠে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। প্রথমে ব্যাঙ্ক, থানা, শেষে প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে মেলেনি সুরাহা বলে অভিযোগ নকুলের।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বারবার রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বীরভূম। পুলিশ গ্রেফতার করেছে ২ জনকে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ৮০টি বাড়ি নির্মাণের জন্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে বরাদ্দ হয়েছে বড়োশিমুলিয়া গ্রামের জন্য। টাকার ভাগ নিয়ে দুই তৃণমূল নেতা হাসেম শেখ সঙ্গে শেখ নাসিরের সংঘর্ষ। ২৫ আগস্ট সংঘর্ষ ও বোমাবাজি হয়। চারজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে হাসেম শেখ ও ছোটন শেখকে। নানুর বিধানসভার বর্তমান বিধায়ক সিপিএমের। অন্যদিকে, শান্তি মিছিলে যোগ দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে উওপ্ত হয়ে উঠল নানুরের চন্ডীপুর গ্রাম। ২১ আগস্ট সারারাত ধরে চলে বোমাবাজি অভিযোগ গ্রামবাসীদের। খড়ের পালুইয়ে আগুন লাগানো ও বোমাবাজিতে একজন জখম হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সোমবার ২৮ আগস্ট নানুরের ইতন্ডা গ্রামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা নিয়ে বিবাদে জড়ায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সেভ লাইফ সেভ ড্রাইফ কে বুো আঙুল দেখিয়ে খোদ প্রশাসনের লোক হেলমেট হীন ভাবে বাইক চাছে।

বাসন্তীতে গণধর্ষণ আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

এখানেই গণধর্ষিতা হন মহিলা। পড়ে রয়েছে ভাঙা মদের বোতল।

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ–বাসন্তী তে এক নারকীয় গণধর্ষণ এর ঘটনা ঘটলো। মঙ্গলবার রাত ৯ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ৮নং তীতকুমার গ্রামের আশা খাল পাড়ে। জানা গেছে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় একটি বাজার থেকে ঘুগনী বিক্রি করে বাড়ি ফেরার পথে তীতকুমার ৮নং খালপাড়ে ৪ জন দুষ্কৃতী স্থানীয় ওই গৃহবধূকে রাস্তায় ফেলে গণধর্ষণ করে এবং ১২০০ টাকা ছিনিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। গৃহবধুর স্বামী বাধা দিতে গেলে তাকে ধারালো অস্ত্র এবং মদের ভাঙা বোতল দিয়ে আঘাত করে দুষ্কৃতীরা । ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ওই মহিলা ও তাঁর স্বামীকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী হাসপাতালে এবং পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । ঘটনায় পুলিশ ১ জনকে আটক করেছে।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান এখানে কোনও দল বা ধর্মের প্রসঙ্গ নেই। বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা এসে মদ খেয়ে এমন জঘন্য নারকীয় ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে বারংবার। এলাকার স্কুলের ছাত্রী–পাড়ার মেয়ে –গৃহবধুদের পথ চলাই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনই ঘটনা প্রায়ই ঘটে চলেছে। প্রতিবাদ করলে রাতের অন্ধকারে চলবে হুমকি–অত্যাচার। রাজনৈতিক হিংসার থেকে ও মারাত্মক সমাজ বিরোধীদের ভয়ে আতঙ্কিত স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তাঁরা আরো জানান রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটলে এলাকার মানুষ বুক ফুলিয়ে চলতে পারে। কিন্তু সমাজ বিরোধীদের এই বেপরোয়া নারকীয় ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। যদি এই প্রত্যন্ত এলাকায় পুলিশ ঠিকমতো টহল দেয় তাহলে দুষ্কৃতীদের অত্যাচার কমতে পারে । গণধর্ষণের ঘটনায় বাসন্তী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মহিলার শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। গোটা ঘটনায় তৎপরতার সাথে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

পলিপ্যাক নিষিদ্ধ করতে নজরদারি

পার্থ ঘোষ : আগেও ছিল পলিপ্যাক। ক্রমশ নির্ভরশীলতা বাড়ছিল সাধারণ মানুষের। নিষিদ্ধও হয়েছিল একসময়। কিন্তু বারাসত শহর জুড়ে প্লাস্টিক পলিপ্যাক ও থার্মোকলের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সেই সাধারণ মানুষই। বারাসত শহর জুড়ে দু একটি এলাকা বাদ দিলে নিকাশি ব্যবস্থা একপ্রকার সাধারণ মানেরই ছিল। কিন্তু অল্প বৃষ্টিতেই বারাসত শহরে জলাধিক্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করে বারাসত পুরসভার পুরপ্রদান সুনীল মুখোপাধ্যায় জানান, ''প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে নিকাশির কাজ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে, ড্রেন, নালা, বড় নিকাশি খালগুলির মুখে পলিপ্যাক থার্মোকল বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।''

বারাসত

এই মর্মে পুরসভা আগামী ১ অক্টোবর থেকে বারাসত শহরে পলিপ্যাক নিষিদ্ধ করতে চলেছে। পরিবেশ আইন ১৯৮৬ এবং প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল ২০১৫ অনুসারে পঞ্চাশ মাইক্রনের কম প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলে পুরপ্রধান জানান। এই মর্মে পুর আইনের ৩৪০ নং ধারা অনুযায়ী মজুত, বিক্রি, ব্যবহার পুরোপুরি রদ করা হচ্ছে এবং এতে জরিমানা ও ট্রেড লাইসেন্স বাতিলের সম্ভাবনাও থাকছে। কিন্তু এখনও যে পরিমাণ পলিপ্যাক বাজারে আছে, সম্পূর্ণ মুক্ত করতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে একমাস করা হয়েছে।

আলাদা নজরদারির দল ছাড়াও পুরপ্রধান নিজে, নজরদারি ও সচেতনতার কাজ করছেন। তবে প্লাস্টিক ও পলিপ্যাক তৈরির সাথে যুক্ত কর্মীদের জন্য বিকল্প ভাবনা ভাবা হচ্ছে বলে জানায় পুরসভা। পুর পারিষদ তথা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, তাপস দাশগুপ্ত জানান, 'পুরসভার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্লাস্টিক বা পলিপ্যাকের বিকল্প কাগজের প্যাকেট তৈরির জন্য উৎসাহ বা অনুদান দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সর্বোপরি আরও বেশি সচেতনতা শিবির করে সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানান তিনি।

বিয়ের জমানো টাকায় অ্যাম্বুলেন্স কিনে দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই ছোট্ট বেলায় অল্পা লক্ষ করেছিল অসুস্থ দিদিমাকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যে একটি অ্যাম্বুলেন্স জোগারের জন্যে কিভাবে বিভিন্ন লোকজনের হাত পা ধরে কাকুতি মিনতি করতে হত বাবাকে। সেই শিশু কালের কথা মনের মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন আজকের যুবতী। তখনই ঠিক করেছিল এমন একটা কাজ করতে হবে যা সমাজের কাছে উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। ইতিমধ্যে যুবতি অল্পার বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা, মা। কিন্তু অল্পার একটাই আবেদন বিয়ের বাড়তি ঝাঁ চকচকে জাকজমক কষ্ট করে সেই জমানো বাড়তি টাকা দিয়ে এলাকার গরিব মানুষদের হাতে একটি অ্যাম্বুলেন্স কিনে দেওয়াকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই আবদার এর মান্যতা দেন বাবা মা দুজনেই। কিনে দেন কোন্নগরের নবগ্রাম সোশ্যাল স্কোয়াডের সদস্যদের। যা শুনে গর্বে আপ্লুত শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরাও। তবে অল্পার বাপের বাড়ির লোকজন চাননি বিষয়টি নিয়ে প্রচার হোক। কিন্তু ভাল কাজ কি কখনও চাপা থাকে। তা প্রচার হবেই, তাই লোকমুখে শোনায় বিষয়টি আর চাপা থেকে যায়নি বলে জানা যায়।

ত্রাণ নিয়ে উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গ। সেখানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দেশ বাঁচাও সামাজিক কমিটি ও আল ফালা ট্রাষ্ট। গত সোমবার দুটি ট্রাক ভর্তি শুকনো খারার,বেবি ফুড,জামা কাপড়,ত্রিপল নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় যান। সংস্থার পক্ষ থেকে বন্যাকবলিত এলাকা গিয়েছেন হাসীবুর রহমান,এস পি মল্লিক, সহ বিশিষ্টরা। মালদা থেকে হাসীবুর রহমান জানান বন্যা কবলিত

এলাকার মানুষ জনের ত্রাণের জন্য অপেক্ষায়। আমরা এই সামান্য ত্রাণ তাঁদের দিয়ে কিছুটা কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেছি মাত্র। কলকাতায় ফিরে আবার কিছু ত্রাণের ব্যবস্থা করবো।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু হল এক রোগীর। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার মঠের দিঘি এলাকায়। মৃতের নাম বনমালী জাগুলিয়া (৫০)। এই ঘটনায় কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

উল্লেখ্য গত শনিবার দুপুরে ডায়েরিয়া হয়েছে বলে হাসপাতালে ভর্তি হন জীবনতলা থানার কালিকাতলার বাসিন্দা বনমালী জাগুলিয়া। অভিযোগ ভর্তির পর থেকেই আরো অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় বলে পরিবার সূত্রের খবর। রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য বলা হলেও তাতে রাজি হননি কর্তব্যরত চিকিৎসক দেবাশিস মণ্ডল। রোগীর আত্মীয়দের আরও অভিযোগ ভালোমতো চিকিৎসা করেননি চিকিৎসক।

আর তার ফলেই রবিবার বিকালে মৃত্যু হয় বনমালী জাগুলিয়ার রোগীর পরিবারের অভিযোগ মৃত্যুর পর চিকিৎসকরা নিজেদের দায় এড়াতে রোগীকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মৃতের পরিবারের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলে উত্তেজনা ছড়ায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জীবনতলা থানার পুলিশ গিয়ে উত্তেজনা সামাল দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসক দেবাশিস মণ্ডলের নামে এবং আরও এক চিকিৎসকের নামে সোমবার জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবারের লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে জীবনতলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন।

বারাসতে স্মার্ট ওয়ার্ডের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এখন স্মার্টের যুগ। তা সে কার্ড থেকে ফোনই হোক বা স্মার্ট গেট থেকে পেমেন্টই হোক, সর্বত্র চলছে প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিকতার সাথে মানুষের সমান্তরাল গমনাগমন। এই স্মার্টের রূপান্তর নাগরিক পরিষেবার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেল। বারাসত, পুরসভার অন্তর্গত ২৫ নম্বর ওয়ার্ড রূপান্তরিত হল স্মার্ট ওয়ার্ডে। ওয়ার্ডে পুর পরিষেবার জন্য জনপরিষেবা নামক একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করা হল। মঙ্গলবার এই অ্যাপটির উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কী থাকবে এই অ্যাপে? ওয়ার্ডের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এতে।

জলসরবরাহ থেকে বর্জ্য নিষ্কাষণ, শংসাপত্র থেকে নতুন কোনও প্রকল্পের অনুমোদন সমস্ত কিছুর হাল হকিকত জেনে নেওয়া যাবে এতে। এমনকি ওয়ার্ডের অভ্যন্তরীন কোনও বিষয় সম্পর্কে অভাব অভিযোগও জানানো যাবে ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রেখে। ডায়ানাক সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এই অ্যাপটির নির্মাণ করেছে। অ্যাপটির উদ্বোধন করে ব্রাত্য বসু বলেন ''অ্যাপ নির্ভর সমাজে এই ধরনের প্রযুক্তি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের

বেশ খানিকটা সুবিধা এনে দেবে কোনও সন্দেহ নেই।''

কিন্তু বর্তমান সময়ে স্মার্ট শব্দের ব্যবহারে তিনি খানিকটা চিহ্নিত, সে কথাও মনে করিয়ে দেন। যার ওয়ার্ডের এই কর্মকাণ্ড সেই প্রতিনিধি তথা পুরসভার উপপুরপ্রধান অশনী মুখোপাধ্যায় বলেন ''সকলকে সুবিধা দিতে যাদের স্মার্ট ফোন থাকবে না তারা টোল ফ্রি নম্বর থেকে এই স্মার্ট সুবিধা পেতে পারবেন।'' তিনি আরও বলেন পুর প্রতিনিধির অবস্থানও এই অ্যাপ থেকে যাওয়া যাবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি রেহেনা বিবি প্রমুখ।

সালকিয়ায় রাস্তা অবরোধ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সালকিয়া তিন নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ছোটেলাল মিশ্র রোডের বাসিন্দারা গত সোমবার সপ্তাহের কাজের প্রথম দিনেই সকাল দশটায় পথ অবরোধ করায় এলাকা প্রবল জ্যামজটের আকার নেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছোটেলাল মিশ্র রোডের এর কোনও উন্নতি না হওয়ায় এবং একমাস ধরে জল জমে থাকায় মানুষের ধৈর্য একপ্রকার ভেঙে যাওয়াতেই তারা নোংরা পচা রাস্তা অবরোধ করেন বলে জানা যায়।

সোমবারে সত্যবালা আইডি হাসপাতালের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কাজে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা রাস্তায় বসে পড়ে এক ঘন্টার জন্যে পথ অবরোধ করেন। স্থানীয় বাসিন্দা রাজা দাস, মন্টু শেখ, অলোক মাঝির বক্তব্য এই রাস্তা সংস্কার করার জন্যে বার বার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, পুর প্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দরবার করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে এলাকায় বিভিন্ন ছোট, বড়, মাঝারি আকারের রাস্তাগুলিকে উঁচু করায় রাস্তায় জমা জল আর রাস্তায় জমতে না পেরে তা বয়ে গিয়ে জমা হচ্ছে বাড়িগুলিতে। ফলে নিচু বাড়ির কূল ছাপিয়ে তা গিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে। ফলে এক হাঁটু জলে বসবাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারাই।

কয়েক মাস আগে থেকেই ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটেলাল মিশ্র রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তা এখনও শেষ করা যায় নি। ফলে বর্ষার সেই রাস্তার সারাই করা অংশে ভেঙেচুরে ভয়ানক অবস্থা নিয়েছে। জিটি রোড ধরে ছোটেলাল মিশ্রর রাস্তায় উঠলে রাস্তাটি দেখলে মনে হবে যেন বড় খাল এটি। তাই রাগ স্বাভাবিক স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তা নির্মাণের দাবি বাসিন্দাদের।

সাংসদের উদ্যোগে বাখরাহাট রোডে বড় কাছারি স্মারক তোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্যতম তীর্থস্থান বাবা বড় কাছারি ধামকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন। খুব শীঘ্রই বাখরাহাট রোডের ওপর একটি সুদৃশ্য কংক্রিটের বড় কাছারি মন্দিরের আদলে তোরণ তৈরি করা হবে। রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতর এই তোরণ নির্মাণে প্রায় ১ কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

বাখরাহাট হাই স্কুল থেকে বড় কাছারি বাবার বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য পি ডব্লিউ ডি দফতর ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। সরকারি তরফে দুটি কাজ রূপায়ণের জন্য জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত শৈবতীর্থ প্রাচীন বড় কাছারি ধামে এখন প্রতিদিনই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আসেন। প্রচুর দোকান ও হোটেল আছে। কিন্তু তীর্থস্থানটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেলে সাজানোর ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ তেমন ছিল না। বড় কাছারি যাওয়ার বেহাল রাস্তা নিয়েও এলাকার জনগণ ও তীর্থযাত্রীদের অভিযোগ ছিল। বড় কাছারিতে আগত অনেক তীর্থযাত্রী জানালেন তীর্থস্থানে পর্যাপ্ত পানীয় জলের অভাব আছে। সেই সঙ্গে শৌচাগারের সুলভ ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। যে শৌচাগারটি আছে সেটি সবসময় খোলা থাকে না। বিষ্ণুপুর এলাকার তৃণমূল নেতা চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার জানালেন, যেমন তারাপীঠে প্রবেশের রাস্তায় পর্যটন দফতর সুদৃশ্য মন্দিরের আদলে তোরণ করেছে, তেমনি তোরণ হতে চলেছে বাখরাহাটে। মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলাকার জনগণ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য।

পাটনায় জনতা দল রাষ্ট্রীয় কর্মসমিতি গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউনাইটেড) এর রাষ্ট্রীয় কর্ম সমিতির সভা গত ১৯ আগস্ট পাটনাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জনতাদলের (ইউনাইটেড) সর্বভারতীয় সভাপতি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশকুমার। এই সভায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনতা দল (ইউনাইটেড) কে এনডিএর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়াও সারা দেশব্যাপী সম্পূর্ণ মদমুক্ত ভারত, পণ প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ, শিশুকন্যা রক্ষা ও কন্যা ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সর্বসম্মতি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় ১৭টি রাজ্যের রাজ্য সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সংগঠনের সভাপতি অশোক দাস এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২ সেপ্টেম্বর – ৮ সেপ্টেম্বর , ২০১৭

রাম রহিমের রম্য রামায়ণ

ভারতবর্ষ এমনিতে কৃষিকাজের সঙ্গে আরও একটা জিনিসের জন্য জগৎ বিখ্যাত। সেটা হল ধর্মপ্রধান দেশ হিসেবে এই ভারতের স্বতন্ত্র পরিচিতি। শুধু কোনও একটি বিশেষ ধর্মের মৌরসিপাট্টা নয়। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সূত্র মেনে এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি ইসলাম, খ্রিষ্ট, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি নানা ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে। যে দেশের ধর্মশিক্ষা পাশ্চাত্যের উন্নত সমাজের মানুষকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত শান্তি প্রদান করে সেদেশের কতিপয় তথাকথিত ধর্মগুরুর জন্য যখন দেশের নাম বদনাম হয় তখন একটা চাপা হতাশা নিশ্চিতভাবে গ্রাস করে সকল দেশবাসীকে। অথচ এই ভারত কিনা উপহার দিয়েছে একের পর এক কালজয়ীকে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেব, মহাবীর, তৈলঙ্গস্বামী সহ অসংখ্য মহাপুরুষ এদেশে জন্মেছেন যাঁরা শুধু ভারতবাসীকেই নয় গোটা দুনিয়াকে শিক্ষিত করে গিয়েছেন। আত্মজ্ঞানে নিমজ্জিত করে তুলেছেন মানব সমাজকে। সে দেশেই কিনা জন্ম নিল রাম–রহিম বা আসারাম বাপুর মতো দুশ্চরিত্র, প্রতারক বাবা। এই দুটি নাম শুধু নয়, সারা দেশে ছানমিন মারলে এরকম গাদা গাদা নাম বেরোবে যাদের কিনা আমরা চড়িয়ে রেখেছি ধর্মাসনে। সাধারণ মানুষ তাদের আনুগত্য লাভ করে ভাবছে জীবনের নানা জটিল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আর সেই সাধারণ মানুষকে পুঁজি করে এগোতে চাইছে দেশের তাবড় রাজনৈতিক দল। বলতে একটুকু দ্বিধা নেই সেখানে শামিল আপনার–আমার সকলের অতি পরিচিত সব রাজনৈতিক দলই। মতাদর্শ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এই ঠগী বাবাদের কাঁধে চেপে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ সকলেরই সমান। কেউ হয়তো প্রকাশ্যে বুক চিতিয়ে এই বাবাদের সঙ্গে ছবি দিয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। আবার কেউ কেউ লুকিয়ে (কেউ দেখলে তাদের জাত যাবে যে) এদের অন্দরমহলে প্রবেশ করছে। লক্ষ্য সবার এক। এই বাবাদের হাতে থাকা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ভোটারকে কাছে টানা। আর ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো এই বাবা মহারাজরা কি করছেন ভক্তদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন ভক্ত ওই নেতা বা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন জানাতে। তারা তো একটা জিনিস জানেন ভোটে একবার ওই ভক্ত বা তাদের দল জিতে এলে কেল্লা ফতে। আরও সুন্দর বাঁধুনিতে বেঁধে ফেলা যাবে রঙিন জীবনকে। তাই রাম–রহিম বাবা কাণ্ডে যারা বিজেপিকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত অতীতে সেই কংগ্রেসের রজনীশ বা চন্দ্রস্বামী প্রেম কি সহজে ভুলে যাওয়া যায়। অর্থাৎ এই ইস্যুতে কেউ কাউকে আক্রমণ করা মানে তা কাকস্য পরিবেদনা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

যদি কেহ সংসার হইতে দূরে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার এরূপ ভাবা উচিত নয় যে, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া জগতের হিতচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, আবার যাঁহারা স্ত্রী পুত্রাদির জন্য সংসারে রহিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংসারত্যাগীদিগকে নীচ ভবঘুরে মনে না করেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান। এই বিষয়টি আমি একটি গল্প দ্বারা বুঝাইব।

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে সমাগত সকল সাধু সন্ন্যাসীকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, যে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে বড়, না যে গৃহে থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় কর্তব্য করিয়া যায় সেই বড়? অনেক বিজ্ঞ লোক এই সমস্যা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, সন্ন্যাসী বড়। রাজা এই বাক্যের প্রমাণ চাইলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে অক্ষম হইলেন, তখন রাজা তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার আদেশ দিলেন। আবার অনেকে আসিয়া বলিলেন, স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থই বড়। রাজা তাঁহাদের নিকটও

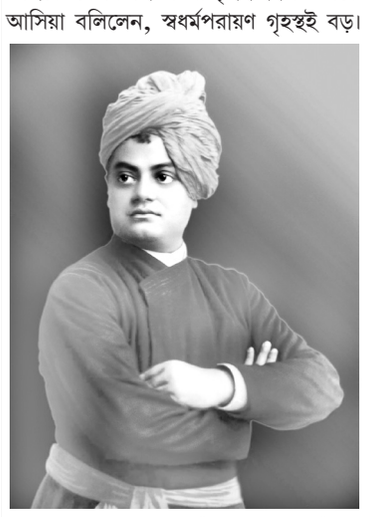

প্রমাণ চাহিলেন। যখন তাঁহারা প্রমাণ দিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকেও তিনি গৃহস্থ করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইলেন।

অবশেষে আসিলেন এক যুবা সন্ন্যাসী, রাজা তাঁহাকেও ঐরূপ প্রশ্ন করাতে সন্ন্যাসী বলিলেন হে রাজন নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। রাজা বলিলেন, এ কথা প্রমাণ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন, হাঁ আমি প্রমাণ করিব, তবে আসুন, কিছুদিন আপনাকে আমার মতো থাকিতে হইবে, তবেই যাহা বলিয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রমাণ করিতে পারিব। রাজা সম্মত হইলেন এবং সন্নাসীর অনুগামী হইয়া রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করিয়া আর এক বড় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই রাজ্যের রাজধানীতে তখন এক মহাসমারোহ ব্যাপার চলিতেছিল। রাজা ও সন্ন্যাসী ঢাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি এবংঘোষণাকারীদের চিৎকার শুনিতে পাইলেন। পথে লোকেরা সুসজ্জিত হইয়া কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া আছে–আর ঢেঁড়া পেটা হইতেছে।

ফেসবুক বার্তা

অবিভক্ত বাংলার শিয়ালদহ স্টেশন

লজ্জা ছিঃ ছিঃ লজ্জা– মরে যাই একি লজ্জা

নির্মল গোস্বামী

নিজেকে নিজে ধিক্কার দেওয়ার তেমন জুতসই ভাষা মনে এলো না। তাই পুরনো গানের একটা কলিকেই আঁকড়ে ধরতে হল। আমি বলছি ২৫ আগস্ট বিকালের হরিয়ানার পঞ্চকুলের ঘটনার কথা। ভারতবাসী হিসাবে পাঠকগণও ওই দিন নিশ্চয়ই লজ্জা পেয়েছেন। যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে কেন লজ্জা পাওয়া উচিত তার ব্যাখ্যা একটু বিশদে দিই। হরিয়ানার ডেরা– সাচ্চা সৌদার রাম রহিম বাবার ধর্ষণ মামলায় দোষী সাবস্ত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ যে উন্মত্ত উন্মাদের মতো আচরণ করল তার কোনও যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। একজন সিনেমার অভিনেতা নিজেকে স্বঘোষিত ভগবান বলে ঘোষণা করল। কোটি কোটি টাকার মালিক রাজা বাদশার মতো জীবন যাপন করে। দুকোটি টাকার গাড়ি চড়ে কোর্টে এসেছিল। তার নাকি পাঁচ কোটি ভক্ত হরিয়ানা আর পাঞ্জাবে আছে। এই বাবার বিরুদ্ধে স্বাধী নামে এক মহিলা ২০০২ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে চিঠি লিখে জানান যে বাবা তিন বছর ধরে তাকে ধর্ষণ করছে এবং তার পরিবারের লোকজনকে সে এই কথাটা বিশ্বাস করাতে পারছে না। তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়ে ছিল। তার ভিত্তিতেই সিবিআই তদন্ত। এবং পরে ঘটনায় প্রকাশ পায় যে ৩৪–৩৫ জন নারীকে ওই বাবা ধর্ষণ করেছে এবং ডেরা সচ্চা আশ্রমের সেক্রেটারি এবং অপর এক সাক্ষী স্থানীয় সাংবাদিক খুন হয় তা যে বাবার কৃপায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতো কিছুর পরও যদি ৫ কোটি ভক্ত থেকে থাকে তাহলে– তাহলে আমাদের লজ্জা হয় এই ভেবে যে– যে ভারতের ভিত্তি ভূমি ধর্ম। সেই ভারতের ধর্মগুরুর কী হাল! আর ভারতবাসীর কত ধর্মবোধের অভাব হলে এমন ভগবান বলে মেনে নেয়। এবং দেশের বিচার ব্যবস্থায় দোষী ঘোষণা হতেই তারা মাতন শুরু করে দেয়।

সিন্ধু নদীর তীর বরাবর আর্যাবর্তে প্রথম পদার্পণ ঘটে ছিল আর্য ঋষিদের। জীবনচর্চার চর্যাগীতি স্বরূপ বেদ উপনিষদের জন্ম হয়েছিল এই অঞ্চলে। অধ্যাত্ম জ্ঞানের শত শত মণিমুক্তা উদগীত হয়েছিল সেদিন। হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ধারক বাহক হয়ে আজ তাদের ধর্মের দৈন্যতা দেখে সত্যিই লজ্জা পাওয়ার কথা নয় কি? লজ্জা হয় বাকি ভারতবর্ষের। কারণ বেদ উপনিষদ, মহাকাব্যের যুগকে বাদ দিয়ে আধুনিক ভারতের ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে শত শত ধর্ম প্রচারক মুনি ঋষি সাধকের পদধূলিতে পূত ধন্য হয়েছে এই আর্যাবর্ত। তাদের ধর্ম দর্শন ও জীবন অতিবাহিত প্রণালী থেকে আমরা কি কিছুই শিখতে পারিনি? আর তাদের অমর আত্মা এই সব দেখে লজ্জায় মুখ লুকাবে। হায় যে এদের শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করে ছিলুম। এই ভাবে লজ্জায় মুখ ঢাকবে আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ। লজ্জায় অধবদনে মুখ লুকাবে নদিয়া গোরা তথা নিত্যানন্দ সহ ছয় গোস্বামী যাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম—এক দিন ভারতবর্ষকে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে প্লাবিত করেছিল। লজ্জা পাবে আমাদের পাগল ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। জয় তারা ছাড়া আর কোনও ভাব পরিলক্ষিত হবে না। সব থেকে বেশি লজ্জা পাওয়ার কথা স্বামী বিবেকানন্দের। তিনি সারা পৃথিবীতে সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। তিনি ভারতবাসীর দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাতেন। যিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র দিয়ে গেলেন। যিনি জীবনপাত করে বনের বেদান্তকে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেন সেই তিনি মহাযোগী মহাজ্ঞানী যদি স্বর্গ থেকে এই ঘটনা অবলোকন করেন— তবে লজ্জা না পেয়ে থাকতে পারবেন কি? পাঞ্জাবের প্রখ্যাত ধর্মগুরু গুরু নানক, শিখগুরু গোবিন্দ সিং, 'গ্রন্থসাহেব' সব কি ঝিলামের জলে ভেসে গেল? তা না হলে মানুষ রাম রহিম, রামপাল, আসারাম বাপু ও তার যোগ্য সন্তান— এরা সব গুরু পদে বাচ্য হয় কি করে? তাই তো লজ্জা পাঞ্জাব হরিয়ানা সহ ভারতবাসীর। শত সহস্র মুনি ঋষি সাধক অবতার ধন্য এই পুণ্যভূমির ধর্মের বিকৃত চেহারা দেখে যেমন লজ্জা পাই, তেমনি লজ্জা পাই ৭০ বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের মানুষের এখন নাবালকত্ব ঘুঁচল না দেখে।

আমাদের মন্ত্রী, আমাদের নেতা, আমাদের এমএলএ, এমপি— কেউ যে সংবিধান রক্ষা করতে যোগ্যতর নয় তা পঞ্চকুলের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। তিন দিন আগে থেকে লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন নীরব দর্শক। তারা যে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করবে তা শহরের মানুষ বুঝতে পেরেও অসহায় অসংরক্ষিত অবস্থার মধ্যে তিন দিন কাটিয়েছে। রায় ঘোষণার দিন ৩০ জন মানুষের প্রাণ গেল, ১৫০ গাড়ি, যার মধ্যে ওবি ভ্যান ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আছে। পুলিশ ক্লীবের মতো আচরণ করছে। জনতা গাড়িতে আগুন ধরাচ্ছে, ওবি ভ্যান

উল্টে দিচ্ছে পুলিশ দেখছে গুলি চালিয়ে ভিড় ছত্রভঙ্গ করছেন। আদালতের রায় ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও লাখ লাখ লোক জমায়েত হতে দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের মন্ত্রী বলছে শ্রদ্ধালুদের উপর ১৪৪ ধারা লাগু করা যায় না। যারা দেশের আইন বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ায় তারা যদি শ্রদ্ধালু হয় তারা যদি সৎ নাগরিক হয় তাহলে মন্ত্রীদের চোখে অসৎ কে? উন্মত্ত জনতা কারা, কাদের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা উচিত। লজ্জা ১১টা শহরের মানুষের, কাদের ভোট দিয়ে আমরা ক্ষমতায় এনেছি। যারা সংবিধান প্রদত্ত অধিকার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে ব্যর্থ তাদের সাংবিধানিক পদে থাকার অধিকার নেই। এই বোধহীন নেতাদের জন্য লজ্জা হয় যে এরা ভারতবর্ষকে নাকি পথ দেখাবে। আমরা ভারতবাসী অথচ আমরা আমাদের প্রতিবেশিদের গাড়ি বাড়ি ভাঙচুর করি, লুটপাঠ করি নির্দ্বিধায়। তারা কোন দিক দিয়েও আমার কাছে অপরাধ করে নি। কিন্তু তবুও আমরা হিংসার রোষ থেকে তাদের রেহাই নেই। এই সব প্রতিবেশিদের কথা ভেবে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। ৭০ বছর ধরে নেতারা ভোটের রাজনীতিকেই আটকে থাকল। দেশে সংবিধান, মানুষের মৌলিক অধিকার, ন্যায় বোধ সব জলাঞ্জলি দিয়ে দেয় এক মুহূর্তে। যে লোকটা ভেক গুরু ধর্ষণের অভিযোগ অভিযুক্ত। তার কাছে নেতারা যায় ভোট ভিক্ষা করতে। তার পাশে বসে ছবি তোলে। নেতা মন্ত্রীরা কোটি টাকা অনুদান দেয় তার আশ্রমে। এটা স্বাধীন ভারতের রাজনীতিকদের লজ্জা— ভোটের জন্য ধর্ষকের পা ধরতে হবে? তার মানে হল রাজনীতি, অর্থনীতি সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনও সুনির্দিষ্ট পথ তাদের জানা নেই যার দ্বারা জনগণকে বুঝিয়ে তারা ভোট পেতে পারে। তাই তারা ধর্মগুরুদের কৃপা লাভের জন্য মুখিয়ে থাকে তারা বলে দিল তার চেলারা সব ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনে দেবে। এই সব ক্ষমতা লোভী অযোগ্য নেতাদের জন্য করুণা হয় আবার লজ্জায় মুখ ঢাকতে হয় এই ভেবে যে আমার ভোটটাও ওই রকম নেতা বিশিষ্ট দলের ঝুলিতেই পড়েছে।

বঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের জন্য রাজনীতি করে। সংখ্যালঘু তোষণ করে। বসিরহাটে উন্মত্ত জনতাকে তান্ডব চালাতে মমতার প্রশাসন সাহায্য করেছে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ না করে— এই অভিযোগ সদা সর্বদা যে দল বা নেতারা করে তারাই আবার ডেরা সাচ্চা সৌদার সমর্থকদের তোষণ করার জন্য লাখ লোককে ছেড়ে দিল শহরে তান্ডব চালানোর জন্য। আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। এটা কি তোষণ নয়? লজ্জা হয় এই ভেবে যে আমরা এতো দিন ওই দলের নেতাদের কথায় বিশ্বাস করে ভেবেছিলাম এরা বোধহয় কোন সম্প্রদায়কে তোষণ করে না। এরা বোধহয় আইনের শাসন চালু করতে বদ্ধপরিকর। ও বাবা সে ভুল ভাঙতে বেশি সময় তো লাগল না। তাই ভুল ভাঙতে নিজের কাছে নিজেকে লজ্জিত হতে হয় বইকি! দলের এমপি বলছে যে, একজন মহিলা অভিযোগ করেছে আর কোটি লোক তাকে সমর্থন করছে , কোর্ট কথা শুনছে না। এই যদি যুক্তি হয় তাহলে আসল তথ্য প্রমাণ বিচারের কি প্রয়োজন? এই কথা বলার পর স্বচ্ছ ভারতের সর্বময় কর্তা নীরব। ওই এমপিকে ঘাড় ধরে এখনও বের করছে না— যিনি ১২০ কোটি ভারতবাসীর সব দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। তাঁর কাছে এটা বোধহয় লজ্জার নয়। এই জন্যই সারা ভারতবাসীর আজ লজ্জার সীমা পরিসীমা নেই।

গণেশের পাড়ি মা'র পারাপারে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: বাঙালিদের দুর্গাপুজোর অনেক আগে থেকেই পুজো মরশুম শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতা দিবস পালন হবার পরবর্তী সমগ্র থেকেই পুজো প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু করে দেন উদ্যোক্তারা। এরূপ প্রস্তুতি মহড়ার অনেক আগে থেকেই আজকাল বাঙালির উৎসব চাদরে নতুন বুনন হয়ে উঠেছে গণেশ চতুর্থী। মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ, রায়পুর বা মুম্বইতে গণেশ বন্দনা অতি সাড়ম্বরে পালন করা হয়ে থাকে। তথাপি এই উৎসবকে আলিঙ্গন করে বাঙালির লাড্ডু বিতরণ কখনও কখনও অবাঙালিদেরকেও ঈর্ষান্বিত করে তোলে। মৃৎশিল্পীদের মতে ধীরে ধীরে এই পুজো জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে আমাদের রাজ্যে। চাহিদা অনুযায়ী গণেশ মূর্তির তৈরি ও তার নিয়মমাফিক বন্দনা এই সপ্তাহে সমাপ্ত হল। কিন্তু তথাপি নতুন এক ভাবনা ভাবাচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। কলকাতা থেকে যশোহর রোড ধরে বনগার দিকে যেতে দত্তপুকুর নামক স্থানে রোড লাগোয়া বেশ কতকগুলি মৃৎ শিল্পালয় চোখে পড়ে। সেখানে কিন্তু শিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ, রামঠাকুর বা তারামা নামক মৃৎশিল্পালয়ের কর্ণধারেরা বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন। এখানকার শিল্পালয়ের কর্ণধারেরা বড় ঠাকুর তৈরি করার পাশাপাশি আলাদা আলাদা নানা আকারের কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ,

কার্তিক ঠাকুর তৈরি করে থাকেন। গণেশ চতুর্থীতে ছোট বড়, মাঝারি নানা সাইজের গণেশ তৈরি করে হায়দ্রাবাদ বা মুম্বইতে বিক্রিও করেছেন সকলে। এক্ষেত্রে লাভের মুখও দেখেছেন আশানুরূপ ভাবেই। কিন্তু জিএসটি চালু হলে পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে সে বিষয়ে সঠিক কোনও দিশা এখনও আন্দাজ করতে পারছেন না তারা। শ্রীকৃষ্ণ শিল্পালয়ের গোপাল পাল বলেন, ''এমনিতেই মাটি আনতে হয় ক্যানিং, জীবনতলা প্রভৃতি জায়গা থেকে। এমনিতেই তার খরচ প্রচুর, তারপর কালীপুজো এই ধরনের পুজোতে মূল ঠাকুরের পাশাপাশি মন্ডপ সাজানোর বা থিম ভাবনায় ছোট থেকে মাঝারি নানা প্রকার ছাঁচের ঠাকুরও তৈরি করতে হয় প্রয়োজন অনুযায়ী। কিন্তু নতুন কর ব্যবস্থায় চালচিত্রের কী পরিবর্তন ঘটবে জানা নেই কারও। নিউ রামঠাকুর শিল্পালয়ের তাপস পাল বলেন ''এমনিতেই জিএসটিতে ৭–১২ শতাংশ চাপিয়ে ঠাকুর বিক্রির কথা বলা হয়েছে, যেহেতু জিএসটি নম্বর এখনো আসেনি তাই আগের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিক্রি করা হয়েছে।'' ভিন রাজ্য থেকে বিদেশ, গণেশ গমনাগমনে বিশেষ সমস্যা হয়নি। ক্রেতারা সুলভ ও সুবিধাজনক মূল্যে কেনাকাটা করতে পেরেছেন। কিন্তু সামনে দুর্গাপুজো, ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা জিএসটি চালু হলে রঙ থেকে অন্যান্য দ্রব্যাদি সবেতেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে আর সেক্ষেত্রে বাজারও বেশ খানিকটা চড়া হবে বলে মত তাদের। আর এতেই সমস্যায় পড়তে পারেন তারা।

মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা শুরু করে দেন আগেই। বিশেষত ভিন রাজ্য বা বিদেশ যাত্রার জন্য প্রতিমাগুলিতে দেওয়া হচ্ছে শেষের দিকের প্রলেপ। এরকম সময় জিএসটির নতুন নির্দেশ আসলে সমস্যার গভীরে পড়বেন শিল্পীরা। প্রতিমা বায়নার এক দাম এবং পরবর্তী সময়ে নতুন দাম ধার্য্য করলে ব্যবসায় জটিলতা তৈরি হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে ঠাকুর অবশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে। তারা মা শিল্পালয়ের অন্যতম কার্তিক পাল বলেন ''গণেশ পার করা হয়ে গিয়েছে। এখন ভালয় ভালয় মা দুর্গার বিদেশ যাত্রা হয়ে গেলে আমরাও খানিকটা স্বস্তি পাব।'' দাম দস্তর এই দোটানায় এখন তাই রয়েছে জেলার প্রায় সব মাটির রূপকারেরা।

নারী হাতে প্রাণ পায় প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধু পুরুষ নয়। কুমোরটুলিতে মেয়েরাও দাপিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন। এমনই এক শিল্পী কল্পনা পাল। কাদা–মাটি–খড়–বাঁশ আর এইসব দেখতে দেখতে কখন যেন বড় হয়ে গিয়েছিল সে। ছোট্ট দুটো হাতে কবে প্রথম কাদা–মাটি উঠেছিল সে স্মৃতি আজ অনেকটাই ম্লান। তবু মনে পড়ে চন্দননগর ডুপ্লেক্সপট্টি কুমোরপাড়ায় ছোট কারখানায় যেখানে বাবা বিখ্যাত শিল্পী ব্রজগোপাল পাল ঠাকুর গড়তেন। ছোটবেলায় কল্পনার বাবা ব্রজগোপাল বাবু মারা যান। তবে কল্পনা আজ দক্ষ পটুয়া। সময়ের সরণি বেয়ে তার জীবনে অনেক বিপর্যয় এসেছে তবু কোনও এক অজানা শক্তি তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একসময় চন্দননগর ইন্দুমতি গার্লস হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনো করেন। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপে মাধ্যমিকটা পাশ করা হয়ে ওঠেনি। বাড়িতে লাগোয়া দাদা শ্যামল পালের ঠাকুর তৈরির কারখানা। ছোট পরিবারে বৌদি অশোকাপাল, ছেলে শুভজিৎ খলিসানি কলেজে বিএ তৃতীয়বর্ষের ছাত্র। পরিবারের ৪জন সদস্যদের খাওয়া–দাওয়া, কাস্টমারদের সঙ্গে কথা বলা সবই সামলাতে হয় কল্পনার দাদা শ্যামবাবুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে কল্পনাকেও রান্নার কাজে হাত লাগাতে হয়। চন্দননগর কুমোরপাড়ায় বাড়ির লাগোয়া ছয় বাই বিশ ফুট গলির জায়গায় ঠাকুর বানানোর কারখানায় মাথায় বৃষ্টি পড়লে খুবই অসুবিধার মধ্যে কাজ

করতে হয়। এবারেও ঠাকুরের অর্ডার রয়েছে। তাই একই পরিবারে থেকে কল্পনা নিজেও প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগাচ্ছেন। ফাল্গুন বা চৈত্র মাস থেকে প্রতিমা বানানোর কাজ শুরু করেন। এখন অবশ্য কাঠামো বাঁধা আর মাটির কাজ তাদের করতে হয় না। কারন তাদের অধীনেই তখন কাজ করেন কয়েকজন শিল্পী। তাঁরা দিন রোজ হিসাবে কর্মচারী ৫০০ টাকা ও মৃৎশিল্পী ৬০০ টাকা মজুরি হিসাবে কাজ করেন। দো–মাটির কাজ। মুখের ছাঁচ, রঙের কাজ আর মাকে সাজিয়ে যাঁরা পুজো করছেন তাদের হাতে প্রতিমা তুলে দেওয়াই এখন কল্পনাদের কাজ। গঙ্গার ঘাট থেকে মাটি কেনা, বাঁশ–খড়, রং। এছাড়া প্রতিমার যাবতীয় সাজ কেনা হয় ব্যান্ডেল কাপাসডাঙা থেকে। সবই একচালা প্রতিমা। এবারে ঠাকুর তৈরির সব উপকরণের দাম আকাশ ছোঁয়া। মাটি, তুস দিয়ে ছানতে । বাঁশের গোলা থেকে বাঁশ ১৬০ টাকা, তারপর সাজ রং এরপর মৃৎশিল্পীদের মজুরি সব কিছু দিয়ে লাভের অঙ্ক হয়তো খুঁজতে হবে। তবু বাংলা বছর শুরু হতে না হতেই শুরু হয়ে কালীঠাকুরের কাঠামো বাঁধার কাজ। এরপর লক্ষ্মী, বিশ্বকর্মা তারপর দুর্গার কাজে হাত দেওয়া। দুর্গা প্রতিমার কাজে চার মাস হাড়ভাঙা খাটুনি, পুজোর দিন যত এগিয়ে আসে শুরু হয় রাত জাগা। মহালয়ার দিন থেকে চলে প্রতিমাকে নিখুঁত করে তোলার কাজ। সেইদিন বিকেল থেকেই এক এক করে ঠাকুর নিয়ে যেতে থাকেন বারোয়ারির লোকেরা। এখানে জগদ্ধাত্রী পুজোর পর একেবারে খালি হয়ে যায়। কল্পনা বলেন, মনটা তখন কেমন হু হু করে। কেমন যেন কান্না পায়। চার মাসের খাটা খাটুনির পর পুজোর দিনগুলোতে ক্লান্ত শরীর চায় একটু বিশ্রাম। এই ঠাকুর বানানোর কারখানা থেকেই গত কয়েক বছর ধরেই দেশ–বিদেশে প্রতিমা পাড়ি দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই এবং বিহারের মুঙ্গেরে সরস্বতী প্রতিমা গিয়েছে। কল্পনা উদায়স্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। আপাতত তাই চন্দননগর কুমোরপাড়ায় এক চিলতে গলিতেই পোড় খাওয়া পুরুষ মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে কল্পনার সেই স্বপ্ন বোনার কাজ। তুলির টানে প্রাণ পাচ্ছে মা দুর্গা কল্পনার যত্নে লালিত।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত মৃৎশিল্পীর অনন্য নজির

মলয় সুর, চন্দননগর : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তাই যত দিন এগিয়ে আসছে ততই পটুয়া পাড়ায় বেড়ে চলেছে কর্ম তৎপরতা। জোর কদমে এগিয়ে চলেছে প্রতিমা তৈরির কাজ। কারণ ঠিক সময়ে পুজো উদ্যোক্তাদের প্রতিমা সাপ্লাই দিতে না পারলে সমূহ বিপদ। যদিও বর্তমান বাজারে জিএসটি প্রবাহে কাঁচামালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, ভাল কারিগর না মেলা সর্বোপরি সরকারি কোনও সহযোগিতা না পাওয়ায় চন্দননগর ডুপ্লেক্সপট্টি (কুমোরপাড়া) মৃৎশিল্পীরা মুখ থুবড়ে পড়েছে। হাজার প্রতিবন্ধকার মধ্যেও নিজস্ব উদ্যোগে বেশ কিছু প্রতিমা গড়ে উঠেছে।

কিন্তু সারাবছর এই চন্দননগর পটুয়াপাড়ায় মৃৎশিল্পীরা কাজ করেও লাভের ফসল ঘরে তুলতে অনেক সময়ই অপারগ। ফলে হুগলির চন্দননগরের অধিকাংশ নামকরা প্রতিমা শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ব্যবসা ছেড়ে অন্য কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে যে কজন টিকে

রয়েছেন তাদের কথা মাথায় রাখে ক'জন। থ্যালাসেমিয়া রোগী কিশোর পাল জানালেন, মৃৎশিল্পীরা পেটের তাগিদের চেয়েও মনের খিদে মেটাতে এবং একইসঙ্গে এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কারণ যেভাবে দিনের পর দিন কাঁচামালের দাম বেড়েই চলেছে সেই তুলনায় প্রতিমা নির্মাণ করে অনেক সময়ই সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। বর্তমানে জিএসটি প্রবাহে আক্রান্ত কাঠামো মাটি ধরানো থেকে রং পালিশ। সাজসজ্জা পরিয়ে সম্পূর্ণ একটি প্রতিমা তৈরি করতে উপকরণ হিসাবে মূলত বাঁশ, দড়ি, খড়, মাটি, রং প্রভৃতি প্রতিটির দাম দ্বিগুণ বেড়েছে উল্লেখজনক হারে। সেই তুলনায় প্রতিমার দাম কমই রাখা হয়েছে। এরপর রয়েছে লেবারের রোজ কমবেশি ৫০০ টাকার নীচে নয়। তুলনামূলক কলকাতার থেকে কিছুটা কম দামই রাখা হয়। কিশোররা দু'ভাই। ছোট অনুপ পাল। তাদের আসল বাড়ি শ্রীরামপুর মাহেশে। কিন্তু ছোট থেকেই মামার বাড়িতে রয়েছে। দাদু প্রয়াত প্রফুল্ল চন্দ্র পালের কাছেই দু'ভাই প্রতিমা তৈরিতে হাতেখড়ি হয়। সেই শুরু, তারপর ২০০৩ সালে থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরা পড়ে। অনেক চিকিৎসা করার পর এখন কিছুটা সুস্থ, তরুণ মৃৎশিল্পী কিশোর। তবে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসা চলছে। এর সঙ্গে বংশ পরম্পরায় প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে।

দোসর হয়েছে বর্ষা ঠাকুর তৈরির কাজে পদে পদে বেগ পেতে হচ্ছে পোটোদের। মাটি শুকোতে ব্লু ল্যাম্পের সাহায্য নিতে হচ্ছে তাতেও আবার কেরোসিনের সমস্যা।

ছবি: অরুণ লোধ

বীরভূম

লোডশেডিং-এ অতিষ্ঠ চিনপাই

অভীক মিত্র : লোডশেডিং-র জ্বালায় অতিষ্ঠ বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ছাড়াও লোডশেডিং-এ ভুগছে গ্রামবাসীরা, অভিযোগ গ্রামবাসীদের। চিনপাই গ্রামের কাছেই অবস্থিত বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও লোডশেডিং-এর জ্বালায় ভুগছে চিনপাই গ্রামের বাসিন্দারা। এ যেন 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার'। বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষ – সকলেই লোডশেডিং-এর জ্বালায় অতিষ্ঠ। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ দেখা যায়নি। এরফলে ব্যাহত হচ্ছে সাইবার ক্যাফের কাজকর্ম। মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট সকালে দফায় দফায় চিনপাই গ্রামে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়। ভাদ্র মাসে বীরভূম জেলাজুড়ে চলছে ভ্যাপসা গরম। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলেও তাতে এই ভ্যাপসা গরম কমছে না। তাতে আবার গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো লোডশেডিং-র প্রকোপ। যার ফলে নাভিশ্বাস উঠছে চিনপাই গ্রামের বাসিন্দাদের।

কুসংস্কারবিরোধী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে ২০ আগস্ট জেলাজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল 'কুসংস্কারবিরোধী দিবস'। ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট মৌলবাদীদের হাতে খুন হয়েছিলেন ভারতের কুসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব ডা: নরেন্দ্র দাভোলকার। তাঁর হত্যার প্রতিবাদে ২০ আগস্ট বীরভূম জেলাজুড়ে কুসংস্কারবিরোধী দিবস পালন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২০ আগস্ট সকালে সিউড়ি তিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জোকা গ্রামে এবং বিকালে সিউড়ি মল্লিকগুনায় সিউড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের যুক্তিবাদী দল কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

লক্ষাধিক টাকার লেনদেনে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : লক্ষাধিক টাকার লেনদেনের অভিযোগে বীরভূম জেলার এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম অভিমন্যু ঘোষ (৪০)। বাড়ি সদাইপুর থানার আদুরিয়া গ্রামে। বক্রেশ্বর কো-অপারেটিভ-এর কর্মী। সিউড়ির একটি ব্যাঙ্কে অভিমন্যুর অ্যাকাউন্ট আছে। সেই অ্যাকাউন্টে কয়েকমাস ধরে লক্ষাধিক টাকার লেনদেন হয় বলে অভিযোগ। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বেশ কয়েকবার চিঠি দিয়ে ডাকা হলেও ব্যাঙ্কে আসে নি অভিমন্যু। ২১ আগস্ট ব্যাঙ্কে এসে অভিমন্যু দাবি করে যে, কয়েকমাস আগে তাঁর এটিএম কার্ড হারিয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে সিউড়ি থানার পুলিশ এসে অভিমন্যুকে আটক করে। রাজারহাট, নিউটাউন সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে লক্ষাধিক টাকার লেনদেন হয় অভিমন্যুর অ্যাকাউন্টে। রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিমন্যুকে।

সততার নজির চিনপাইয়ের যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চিনপাই : সততার নজির গড়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাধেরশোল গ্রামের যুবক মনতোষ বাউড়ি। মনতোষের কাছ থেকে জানা যায়, ২৬ আগস্ট দুপুর তিনটে নাগাদ বাড়ি থেকে দুবরাজপুর মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় সাতকেন্দুলি মোড়ে রাস্তার উপর একটি ম্যানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে। মানিব্যাগটি খুলে দেখে তাতে রয়েছে ভোটার কার্ড, ১৯২৩ টাকা এবং কয়েকটা ফোন নম্বর লেখা কাগজ। ফোন নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করে সে মানিব্যাগের মালিক দশরথ ঠাকুরের হাতে মানিব্যাগ সহ ভোটার কার্ড, টাকা তুলে দেয় মনতোষ। বিহারে বাড়ি দশরথ ঠাকুরের। দুবরাজপুর পাওয়ার হাউস মোড়ে নাপিতের কাজ করে দশরথ। হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে খুশি দশরথ। 'নায়ক' মনতোষ বাউড়িকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসীরা। মনতোষ বাউড়ি নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী। কলকাতার ৫১ বছরের ঐতিহ্যবাহী 'আলিপুর বার্তা' পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক মনতোষ বাউড়ি নিজেই। যা সত্যিই এক গর্বের কথা।

রাজনগরে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ আগস্ট বিকালে বীরভূম জেলার রাজনগর তৃণমূলের উদ্যোগে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' মিছিল আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজনগর তৃণমূল ব্লক সভাপতি সুকুমার সাধু, বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী, মলয় মুখোপাধ্যায়, ত্রিদিব ভট্টাচার্য সহ তৃণমূলের নেতারা। পাটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ এই মিছিলে যোগ দেয়। মিছিলের স্লোগান ছিল 'মোদি হঠাও, দেশ বাঁচাও'। মিছিল শেষে রাজনগর ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির তরফে উত্তরবঙ্গ বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ হিসাবে জামাকাপড়, আটা তুলে দেওয়া হয় রাজনগর তৃণমূল ব্লক সভাপতির সুকুমার সাধুর হাতে।

সরকারি ভুর্তকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় সরকারি ভুর্তকিতে চাষিদের হাতে দেওয়া হলো কৃষি যন্ত্রপাতি। রাজনগর সহ কৃষি অধিকর্তার ব্যবস্থাপনায় ২৯ জনকে পাম্পসেট, ২ জনকে পাওয়ার টিলার, চারজনকে ট্রাক্টর, ২৪ জনকে স্প্রে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি হয় রাজনগর ডাকবাংলো নজরুলমঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজনগর ব্লকের বিডিও দীনেশ মিশ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সাধু, রাজনগর সহ কৃষি অধিকর্তা মিলন দাস। মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

উৎসবে ভিড় বাড়বে নিরাপত্তা বলয়ে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বকখালি, ৩১ আগস্ট: টানা ছুটি। সঙ্গে ইলশে গুড়ি বৃষ্টি। বাঙালি ছুটে চলেছে সমুদ্রের টানে। শনিবার ঈদের ছুটি থাকায়ে ভিড় বাড়তে শুরু করবে বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, হেনরি আইল্যান্ডে। এমনটাই আশা প্রশাসনিক মহলে। আসলে এই তিনটি পর্যটনকেন্দ্র একেবারেই পাশাপাশি। বকখালি বা ফ্রেজারগঞ্জের কোনও হোটেল বা গেস্ট হাউসে উঠেই ভ্রমণার্থীরা এলাকাটি ঘুরে দেখেন। বঙ্গোপসাগরের এই বিশাল বেলাভূমির টানেই পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান। তবে গত কয়েক মাস আগেই ২৪ জুন দুপুরে হেনরি আইল্যান্ডের পাশে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মারা যান চিকিৎসক সোমরাজ গুপ্ত, তাঁর ৯ বছরের মেয়ে সোমরিমা গুপ্ত ও বন্ধুপত্নী ঋষিতা প্রামাণিক। এই মৃত্যুর পর ঢিলেঢালা নির্জন বালুকাতট জুড়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে জেলা শাসক ওয়াই রত্নাকর রাওকে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব দেওয়া হয়। পাশাপাশি ফ্রেজারগঞ্জে

থাকা উপকূল রক্ষী বাহিনীর চৌকি থেকেও বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাব মতো মাসখানেক আগে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কাকদ্বীপের মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে জেলা শাসক বৈঠক করেন। সেই বৈঠক থেকে ভ্রমণার্থীদের নিরাপত্তায় একগুচ্ছ প্রস্তাব নেওয়া হয়। সেইমত তট জুড়ে পুলিশের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকরা টহল দিচ্ছেন। লাগানো হয়েছে একাধিক বোর্ড। সেই বোর্ডে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মাইক দিয়ে ঘোষণা করছে। কোস্টগার্ডের থেকে সমুদ্র চলছে হোভারক্রাফট প্রতিনিয়ত। তবে ওয়াচ টাওয়ার বা স্নানের জায়গা ওয়াটার টিউব দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কাজ এখনও হয়নি। কিছু দিনের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে। এদিকে নামখানা ও নারায়ণপুরের মাঝে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে ভেসেল পরিবহন ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে, পাশেই নৌকা পরিবহনের ওপর থাকছে নজরদারি। অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ে থাকছে নামখানার পুলিশের টহল।

এদিন সকালে বকখালি তটে দেখা মিলল ফ্রেজারগঞ্জের ওসি কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের। ওসি বাকি পুলিশকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে টহল দিচ্ছেন। কোন ভ্রমণার্থী স্নান করতে নেমে বেশিদূর চলে গেলে পুলিশকর্মী গিয়ে তুলে নিয়ে আসছেন। চলছে মাইক প্রচারও। মদ্যপ অবস্থায় কোনও পর্যটক যাতে নদীতে না নামে সেইদিকেও খেয়াল রাখছে পুলিশ। কলকাতার বেহালা শিবরামপুর থেকে কৌশিক মন্ডল নামে এক পর্যটক আসেন এদিন তটে দাঁড়িয়ে জানালেন, আগে কখনও এখানে আসিনি। দীঘাতে প্রচুর ভিড় বলে এখানে এলাম। নিরাপত্তা যথেষ্ট। স্নান করতে কোন অসুবিধা হল না। সুন্দরবন জেলা পুলিশের হিসেব, শনিবার ঈদ ও রবিবার ছুটি থাকায় ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি ছাড়াবে। সেজন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গোসাবার নিখোঁজ ২ ছাত্র উদ্ধার শিলিগুড়িতে

আকাশ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং :- বিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে দুজন ছাত্র নিখোঁজ হল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার রাঙাবেলিয়া হাইস্কুলে। স্কুল কর্তৃপক্ষ গোসাবা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন। আকাশ দাস ও কৃষ্ণেন্দু মৃধা নামক দশম শ্রেণীর দুই ছাত্র স্কুলের হস্টেল থেকে গত ২২আগস্ট নিখোঁজ হয়। আকাশ দাসের বাড়ি বারুইপুর থানার বক্সিমনগরে গত তিন বছর সে হস্টেলে আছে। অন্যদিকে কৃষ্ণেন্দু মৃধার বাড়ি গোসাবা থানার ছোট মোল্লাখালিতে। এর আগে আকাশ কোনদিন একা বাড়ি ফেরেনি। ঘটনার তদন্তে নামে গোসাবা থানার পুলিশ। রাঙাবেলিয়া হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অর্দ্ধেন্দু শেখর মন্ডল বৃহস্পতিবার জানান আমরা গোসাবা থানা সূত্রে জানতে পেরেছি ছাত্র দুজন উদ্ধার হয়েছে শিলিগুড়ি কোতোয়ালী থানায়। তাদের আনার ব্যবস্থা করছে গোসাবা থানার পুলিশ। ছাত্র উদ্ধারের ঘটনায় শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ ছাত্রের পরিবার সবাই খুশি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে স্টাইপেন্ডের টাকা পেয়ে কৃষ্ণেন্দু আকাশকে ফুসলিয়ে হস্টেল থেকে পালায়।

কৃষ্ণেন্দু মৃধা

তৃণমূল ক্রীড়া সেলের সামাজ সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭১তম স্বাধীনতা দিবসে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ক্রীড়া সেলের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বারাসত পুরসভার পুর প্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন অমর দে, সমীর চন্দ, দেবু দাশগুপ্ত, বাপী দে, বাসুদেব দাস, পার্থ প্রতিম বসু, সুমঙ্গল ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠিত হয় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রক্তদান শিবির। ৬১ জন রক্তদান করেন। পরিচালনায় ছিলেন মহিলা নেত্রী পঞ্জি মুখোপাধ্যায় ও রিঙ্কু দাস। বিকালে সম্বর্ধনা জানানো হয় পর্বতারোহী সুনীতা হাজরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ডোনার্স ভলান্টারি ফোরামের কর্ণধার অপূর্ব ঘোষ, চিত্রশিল্পী সুকান্ত সরকার ও ক্রীড়া সেলের সভাপতি গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জেলার ৫০টি ফুটবল শিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে বল ও গাছ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মুর্শেদ আলি, বিজয় দত্ত, সুনীতা হাজরা, প্রদীপ ঘোষ, অমিয় গুহ, অলোক ঘোষ, সাংসদ ডাঃ কাকলী ঘোষ দস্তিদার, পুর প্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী উপ-পুরপ্রধান অশনী মুখোপাধ্যায় সহ সমস্ত পুর পারিষদরা।

অনিলকান্তি দাসের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে গত ৩১ আগস্ট প্রয়াত ডাঃ অনিলকান্তি দাসের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করলেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি স্বামী নিত্যকামানন্দ মহারাজ। ডাঃ অনিলকান্তি দাস স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আদ্যাপীঠের সম্পাদক মুরালভাই। কমিটির সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায় বলেন, ডাঃ অনিলকান্তি দাস মানুষ হিসাবে অসাধারণ ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে ডাঃ দাস জীবন যাপন করেছেন। আগামী শারদীয়ায় তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত।

গাছতলায় পঠনপাঠন

প্রথম পাতার পর

২০০৫ সালে ১লাখ ৬৫ হাজার টাকা পায় মেরামতি করার জন্যে। পরে ওই একই বছরে আরও ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা পায়। বিদ্যালয়ের ৫টা রুম হলেও ২০১২ সালে সর্বশিক্ষা মিশনের ইঞ্জিনিয়ার এসে ২টো রুম পরিত্যক্ত হওয়ায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে ৩টে রুমে ক্লাস চলে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের কোনও আলাদা রুম নেই, বাথরুমের ব্যবস্থা খুব সংকীর্ণ।

প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৯০ জন। ৩ জন শিক্ষক ১ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। কিন্তু সাধারণ পঠনপাঠন বিঘ্নিত হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। এমনকি স্কুলে পড়ুয়াদের বসার কোনও চেয়ার পর্যন্ত নেই। সকালে মেঝেতে বসতে হয়। বেহাল স্কুলের জন্য অনেক পড়ুয়া আবার অন্য স্কুলে চলেও গেছে। সর্বশিক্ষা মিশনের ইঞ্জিনিয়ার এসে পরিদর্শন করে গিয়েছেন। পরিত্যক্ত বলে জানিয়েও দিয়েছেন। প্রতিদিন ভয়ে, আতঙ্কে থাকতে হয় পড়ুয়া, শিক্ষক থেকে অভিভাবকদের। প্রধান শিক্ষিকা শিবানী গুড়িয়া গিরি বলেন, সরকারি অনুদানের সব টাকা খরচ করে কোনওরকমে ফাটল বন্ধ করার চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু অবিলম্বে পুরো ভবনের আমূল সংস্কার না করলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

প্লাস্টিক আরডিএক্স

প্রথম পাতার পর

এক মাথার খোঁজে তল্লাশি চলছে। নব্বই দিনের মাল্টিপল ভিসায় এই বিস্ফোরক নিয়ে সে এদেশে ঢুকেছে।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'সীমান্তবর্তী সব কটি থানাকে কড়া নজরদারির নির্দেশের পাশাপাশি জেলার সমস্ত থানা এলাকায় সন্দেহজনক ব্যক্তিকে দেখলেই জিজ্ঞাসাবাদ সহ প্রয়োজনে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের এসআরপি-র পক্ষ থেকেও ট্রেন পথে কড়া নজরদারির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্ত পেরিয়ে সাধারণতঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ট্রেনপথ হিসেবে বনগাঁ ও হাসনাবাদ সেকশন দুটিকেই বেছে নেয়। কারণ কলকাতায় ঢোকার ক্ষেত্রে রেলপথই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজতর মাধ্যম বলে চিহ্নিত। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারাসত জিআরপি-র পক্ষ থেকে এক অভিযান চালিয়ে বারাসত স্টেশন থেকে প্রসূন ঘোষ (২২), অজয় মন্ডল (২৪) সহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩টি ল্যাপটপ, ৩টি মোবাইল সহ ভোটার আই কার্ড, পাসপোর্ট ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরা সাধারণত ট্রেনে চুরি করে বলে জিআরপি জানিয়েছে। বারাসত আদালতে তোলা হলে বিচারক এদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিংরুমের দুতলায় গত ১৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হল অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে। সভাপতি আলিপুর বার্তার নিবন্ধকার নির্মল গোস্বামী, প্রধান অতিথি প্রাক্তন জেলা গ্রন্থাগারিক লক্ষ্মী নারায়ণ রায়। অন্যান্য বক্তাদের নির্যাস হল যে, মানুষ আর আগের মতো বই পড়তে চায় না। বিনোদনের মানসিক চাহিদা মেটাতে হাতের মুঠোয় হরেক গ্যাজেট। এই ডিজিটালের স্বর্ণযুগে দ্রুত বইয়ের চাহিদা কমছে আর এই অজুহাতেই বোধহয় রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির প্রতি দিনদিন সরকারি উদাসীনতা বাড়ছে। ১২০০ লাইবেরিয়ানের শূন্যপদে দীর্ঘদিন নিয়োগ নেই। অনেক টালবাহানার পর অবসর প্রাপ্তদের নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। ইতিমধ্যেই কর্মচারীর অভাবে অনেক লাইব্রেরি সময় মতো নিয়মিত খোলা হয় না। পরিচর্যার অভাবে বহু বই পোকার সুলভ খাদ্যে পরিণত হয়েছে। এই হতাশার মধ্যেও বাখরাহাটের লাইব্রেরিয়ান শোনালেন আশার খবর। তিনি বলেন যে ছাত্রদের চাহিদা মতো জেনারেল নলেজের নানান বই ও পত্রপত্রিকা সব সময় মজুত রাখে রিডিং রুমে। চাকরি প্রার্থীদের কোন বই পড়লে উপকার লাগবে তা চাকরি প্রাপ্তদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেই সব বই মজুত করেন। এবং এর ফলও হাতে নাতে পেয়েছেন। এলাকার ৬ জন লাইব্রেরির রিডিং রুমের নিয়মিত পাঠক সরকারি চাকরি পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা সকলেই নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। (১) জয়চন্ডীপুরের কৃষ্ণর রায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, (২) ঝিকুরবেড়িয়ার অভিজিত হালদার প্রাথমিক বিদ্যালয়, (৩) দেউলবেড়িয়ার মাফিজুর রহমান, দমদম অস্ত্র কারখানা, (৪) চকমানিকের সৌমেন পাত্র বেঙ্গল পুলিশ, (৫) বাখরাহাটের প্রসেনজিৎ পাল, কলকাতা পুলিশ, (৬) চকমানিকের কুনাল মল্লিক কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল। এই ঘটনায় লাইব্রেরিয়ানরা উজ্জীবিত। এলাকায় মানুষ যাতে নতুন করে গ্রন্থাগারমুখী হয় এবং আরও ছাত্র যাতে রিডিংরুম ব্যবহার করে সাফল্য পায় তারই প্রত্যাশায় অনলস পরিশ্রম করার প্রতিশ্রুতি রাখলেন আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে। গ্রন্থাগার দিবস উদযাপনের সার্থকতার সংবাদে অতিথি অভ্যাগত থেকে শ্রোতারা সকলেই অভিভূত।

ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগর বারাসত গেট কালচার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ১৪৫তম বর্ষ ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসব রবিবার ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় সুন্দর পরিবেশে পালিত হল। এরই পাশাপাশি তাদের সংগঠনের নিজস্ব আশ্রম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে সার্ধশতবর্ষ ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যময় জীবন প্রসঙ্গে কলকাতা অরবিন্দ ভবনের বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সবিস্তারে বলেন। এরপর পন্ডিচেরি আশ্রমের শ্রীঅরবিন্দ ফাউন্ডেশনের ইনটিগ্রাল ম্যানেজমেন্ট প্রধান সৈকত সেন শ্রীঅরবিন্দের প্রাসঙ্গিক দিক তুলে ধরেন। ঋষি অরবিন্দের নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন অরবিন্দ দাস। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, অনুষ্ঠানটি এক কথায় অনবদ্য। শ্রী অরবিন্দ ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামীজি তিন মহাপুরুষের স্মরণ অনুষ্ঠানটি থেকে অনেক অজানা তথ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন ওঁরা। এই আশ্রমের মূল কর্ণধার ধর্মশীল প্রাণ সঞ্জয় ভট্টাচার্য (কাল্টুদা) তাঁর মুন্সিয়ানা এবং দক্ষতার সঙ্গে তিনি আশ্রমটিকে আরও অনেকটা পথ এগিয়ে দিতে পারবেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায় ভক্তিসংগীত পরিবেশন করেন জয়শ্রী দাস। তাকে তবলায় সঙ্গত করেন স্বর্ণ চট্টোপাধ্যায়, নানারঙের গানে ও তবলায় বোলের ছোঁয়ায় যা ছিল অসাধারণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিস নন্দী, স্বাতী শীল, অনন্ত মুখোপাধ্যায়, চন্দন চৌধুরী, সুকুমার কুন্ডু প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের হৃদয়ছোঁয়া উদ্যোগ যে আরও সাফল্য পাবে সন্দেহ নেই।

ইটপ্রস্তুতকারীদের বার্ষিক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক : হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০ আগস্ট (রবিবার) চন্দননগর স্বাগতম প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে সভা সূচনা করেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলা সভাপতি তপন দাশগুপ্ত। এরপর মন্ত্রী তপন বাবু বলেন, ইট শিল্প এইরকম একটি গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর শিল্প যা স্বাধনজনিত কারণে গ্রামীণ অঞ্চলে বেশির ভাগ গড়ে উঠেছে। যে শিল্প ঘিরে সেই গ্রামীণ অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকটাই আবর্তিত হয়ে থাকে। সেই এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে এই ভাটাগুলির মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উদ্যোক্তারা অনেক খরচ কমিয়ে এদিন সংগঠনের তরফে রাজ্যের বন্যা দুর্গত মানুষদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তের হাতে তুলে দেন। ইট ভাটা মালিকদের নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশাল চর জুড়ে ইট ভাটা তৈরি হয়েছে। নদীর বুকে পলি তৈরি করে ইট তৈরির মাটি সংগ্রহ হয়। ভাটা মালিকরা মাটির জন্য জমি কিনে নেন। এই ভাটা থেকে রাজ্য সরকার রয়্যালটি পায়। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ গোপাল শেঠ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বর্তমানে ইট শিল্পটি এক বিশাল অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। কাঁচামাল মাটির সঙ্কট, জেলার প্রায় চতুর্দিকে হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকার বিধিনিষেধ বলবৎ হয়েছে। ক্রমশ তা কাটিয়ে উঠেছে।

জেলার প্রায় কয়েকশো ইট ভাটা চললেও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের তৎপরতায় এখন বৈধতা অনুযায়ী ইটভাটাগুলি পরিবেশ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি দয়ানন্দ সিং, সম্পাদক তপন দাশগুপ্ত, বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোককুমার তিওয়ারী, কমিটির অত্যন্ত পুরানো সদস্য টিংকু প্রেটন অজিত গাঙ্গুলি, সহ সম্পাদক জয়ন্ত দাস, তরুণ ঘোষ, দুলালচন্দ্র সাহা প্রমুখরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নতুন কমিটি গঠনে ভোট দান পর্ব সম্পন্ন হয়।

কাশীপুর-আলমপুরে রক্তদান সহ মহতি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির আলমপুর শিক্ষা নিকেতনে (হাই স্কুল) কাশীপুর আলমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবির ও নানা সামাজিক মহতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। রক্তদান শিবিরে ১১৯ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের অন্য কর্মসূচিগুলি ছিল বস্ত্র বিতরণ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা, শারদ, জগদ্ধাত্রী, দীপাবলী ও মহরম সম্মান প্রদান করা হয় অঞ্চলের সংগঠকদের।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, স্বামী প্রেম গোপাল পুরী, সভাপতি স্বপন রায়, তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের সভাপতি যথাক্রমে জসীমউদ্দিন মল্লিক ও তাপস চক্রবর্তী, জেলার কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, দেবপ্রসাদ মিত্র, বজবজ-১ নং ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাশীপুর আলমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সোমনাথ মণ্ডল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ
পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি (২)

নোটিশ নং :- ২১৪৫/জেড. পি/ফেরী/ পুনর্নিলাম/১৭ তারিখ : ০১/০৯/২০১৭

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪৬টি ফেরীঘাট ০১/১০/২০১৭ থেকে ৩১/০৩/২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদী লিজ দেবার জন্য ১৪/০৯/২০১৭ তারিখে পুনর্নিলাম করা হবে। ফেরীঘাটের বিবরণ ও ন্যূনতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in-এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদ

১২৪৩/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগণা/০১.০৯.২০১৭

মহানগরে

জল ছাড়া ৩ বছর বাঁচে ডেঙ্গু মশার লার্ভা

এডিস আঁতুরঘর খোঁজা ও ধ্বংস করা

বিশেষ প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা মহানগরবাসী স্থানীয় প্রশাসক কলকাতা পুরসংস্থার হাজারো বারণ সত্ত্বেও জল জমিয়ে রাখার পুরনো অভ্যাস এখনও ছাড়তে পারেনি। কেউ কেউ বহু পুরনো শ্যাওলা ধরা চৌবাচ্চায় জল জমিয়ে রাখছে। একই রকম পুরনো শ্যাওলা ধরা ড্রামে, তো কেউ গামলায়, কেউ মাটির হাঁড়িকুড়িতে। কেউ ব্যাটারির খোলে। কোনও কোনও কম আবাসিকযুক্ত বড়ো বাড়িতেও দিনের পর দিন সিঁড়ির নিচের জলাধারের মুখ খোলা পড়ে থাকছে। কোনও কোনও কলকাতাবাসী তো বেড রুমে রাখা ফুলদানির জল বদলানোর কথাও বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। মহানগরবাসীদের এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে মহানগরে বিবিধ এলাকায় নিশ্চিন্তে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার বাহন এডিস ইজপ্টাই নিজের বংশ বাড়িয়ে যাচ্ছে। মশা দমনের কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার সুবাদে দীর্ঘকাল ধরে পুরসংস্থার পতঙ্গবিদরা লক্ষ্য করছেন, এই মহানগরে চৌবাচ্চাসহ আর যেসব পাত্রে শহরবাসীরা জল জমিয়ে রাখে, মূলত সেসব জায়গাতেই সবথেকে বেশি এডিস মশা জন্মায়। বর্ষা এলে মশাদের মনে অতিরিক্ত আনন্দ। বাড়তি জল, বাড়তি প্রজনন। ফলে বাড়তি মশা। বাড়তি ডেঙ্গুর সংক্রমণ, খোলা জায়গায় ফেলে রাখা গাড়ির টায়ার, ডিম ও ডাবের খোলা, টিনের কৌটো। থার্মোকলের থালা–বাটি, চা খাওয়ার মাটির ভাঁড়, প্লাস্টিকের কাপ, স্থির জলের খোলা

নর্দমা এবং বিবিধ ধরনের অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের মধ্যে বৃষ্টির জল জমলে সেই জমা জলে ঘরের আনাচকানাচ থেকে উড়ে এসে এডিস মশা ডিম পেরে দেয়। একটি মশা একসঙ্গে প্রায় ১৫০টি ডিম পাড়ে। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই ডিম ফুটে লার্ভা বের হয়। লার্ভা থেকে দিন চারেকের মধ্যে জন্ম নেয় পিউপা। তারপর মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মায়। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্মানোর এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে যতোদিন না জমা বৃষ্টির জল শুকিয়ে শেষ হচ্ছে, ততদিন। বর্ষা শেষে আসে শীত। শুরু হয় জলের সমস্যা। জল ছাড়া মশার লার্ভা বাঁচে না বলে ডিম ফোটার পালা বন্ধ হয়। এবার শুরু হয় ওই ডিমের অন্য লড়াই। প্রাণে বেঁচে থাকার লড়াই। জলের অভাবে লার্ভার জন্ম দিতে এডিস মশার যেসব ডিক পারল না, টায়ার সহ অন্যান্য জিনিসের ভেতরের ভেজা দেওয়ালে আটকে থেকে পরবর্তী বর্ষার জন্য তারা অধীর আগ্রহে দিন গুনতে থাকে। পরের বর্ষার জল পেয়ে যেতেই আবার স্বমহিমায় ফেরে ওইসব না ফোটা ডিম।

দেশের মশা বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছে অন্য যে কোনও মশার ডিমের তুলনায় এডিস ইজিপ্টাই মশার ডিম অনেক বেশি শক্তিশালী। অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। জল ছাড়া তিন তিনটি বছর এই মশার ডিমে প্রাণ থাকতে পারে। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া এবং জাপানি এনকেফেলাইটিসের বাহক মশাদের ডিমের এই বিশেষ ধরনের ক্ষমতা নেই। কাজেই এডিসের মতো এই মারাত্মক লড়াকু মশাকে কলকাতা মহানগর থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাড়েবংশে উৎখাত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের 'ডাইরেক্টরেট অফ ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে'র মশা–বিশেষজ্ঞরা অবশ্য একটি বিশেষ পদ্ধতির কথা শুনিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া অধ্যুষিত কোনও এলাকায় ডেঙ্গুর সংক্রমণ আটকাতে এডিস মশাকে নির্মূল করার কথা না ভাবলেও চলবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতি ১০০টি বাড়িতে এডিস মশার আঁতুড়ঘরের সংখ্যা, পতঙ্গবিদ্যার পরিভাষায় 'ব্রিটিউ ইনডেক্স', তা পাঁচ বা তারও নিচে নামিয়ে আনতে পারলেই মহা সমস্যার সমাধান। তাতেই, ডেঙ্গু–চিকুনগুনিয়ার দাপট কমে যাবে। কলকাতা মহানগরে 'ব্রিটিউ ইনডেক্সে'র ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে আঁতুড়ঘরের সংখ্যা কমাতে হবে। প্রথম কাজ, উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই মহানগরের ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়াপ্রবণ প্রত্যেকটি এলাকা চিহ্নিত করে সেই এলাকায় এডিস মশার সমস্ত স্থায়ী আঁতুড়ঘরের ঠিকানা খুঁজে বের করা এবং সঠিক কৌশলে সেসব আঁতুড়ঘরে বছরের গোড়া থেকেই নিয়মিত তল্লাশি চালিয়ে মশার লার্ভা ধ্বংস কাজ নিয়ম মতো করে যাওয়া। দ্বিতীয় কাজ, বর্ষা শুরুর অনেক আগেই মহানগরের সবকটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টায়ার, ডিম ও ডাবের খোলা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ধ্বংস করে লোকালয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বা কোনও শেডের নিচে রেখে দেওয়া। তৃতীয় কাজ, বড়ো বনো জলাধার নিয়মিত পরিষ্কার করার অসুবিধে থাকলে পুরসংস্থার স্বাস্থ্য কর্মীদের দিয়ে সেসব জলাধারের মশার লার্ভা মারতে সাতদিন পরপর প্রতি ৫০০ লিটার জলের জন্য ০.৫ মিলিলিটার এই হিসেবে 'অর্গানো–ফসফরাস' জাতের কীটনাশক টেমিফস স্প্রে করার ব্যবস্থা করা। চতুর্থ কাজ, চৌবাচ্চা এবং ড্রামের অন্যান্য জলের পাত্র সাতদিন পরপর খালি করে ভালো করে পরিষ্কার করা। এবং শেষ কাজটি হল, সিঁড়ির নিচের জলাধারের মুখ সবসময় বন্ধ রাখা। এককথায় হল ডেঙ্গু–চিকুনগুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে এডিস মশার আঁতুড়ঘর ব্যাপক সংখ্যায় কমাতে হবে। তবেই এডিস ইজিপ্টাই কমবে। ডেঙ্গু মুক্ত কলকাতা মহানগর গড়ে উঠবে।

জল অপচয় মাপতে মিটার বসছে তবেই এখনই জলকর

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : কলকাতা মহানগরবাসীর করের টাকা ব্যয় করে কলকাতায় পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন করা হচ্ছে। তাই সেই মহামূল্যবান পরিস্রুত জলের অপচয় রোধে কলকাতার উত্তরে বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটির কোল থেকে সুদূর দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর–জোকার কোল পর্যন্ত এবং পূর্বে মুকুন্দপুর–মাদুরদহ থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ–মেটিয়াবুরুজের কোল পর্যন্ত, গোটা কলকাতায় ধাপে ধাপে ডোমেস্টিক বা নন–ডোমেস্টিক প্রাইভেট ওয়াটার সাপ্লাই কানেকশনে জলের মিটার বসছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মতো সারা রাজ্যে এ মুহূর্তে জলকর বসছে না। তবে মূল্যবান জলের যথেচ্ছ অপচয় ও যথেচ্ছ ব্যবহার চলতে থাকলে পুরসংস্থা এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। অতি সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, উত্তর কলকাতা টালা সংলগ্ন এক নম্বর বরোর ১–৬ নম্বরে ওয়ার্ডে পুর সংস্থা কলকাতা মহানগরের মধ্যে সব থেকে বেশি সময় জল দেয়। দৈনিক ১৮–২৪ ঘন্টা। তাই সরবরাহকৃত এই জলের কতটা নষ্ট হচ্ছে, এতোদিন সে সংক্রান্ত কোনও তথ্য পুরসংস্থায় থাকত না। এবার এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে দু'বছরের মধ্যে ওই ওয়ার্ড ছ'টির প্রতি বাড়িতে জলের মিটার বসানো হচ্ছে। এরই সঙ্গে ধাপার জয় হিন্দ জলপ্রকল্প থেকে দৈনিক ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ করার জন্য পুরসংস্থা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক–এর

আর্থিক সহায়তায় আমরা অনেকটা শেষ করে এনেছি। জয়হিন্দ জলপ্রকল্প যে সমস্ত ওয়ার্ডে জল যায় সেখানেও একটা মিটারিং প্রসেস এবং ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি জোকার ১৪২, ১৪৩, ১৪৪ সেই সঙ্গে বরো ১৩–র ১২২ নম্বরে ওয়ার্ডের কিছু অংশে এবং বরো ১৬–র ১২৩, ১২৪ ও ১২৫ এর কিছু কিছু অংশে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন জল সরবরাহের জন্য গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে জোকায় লাইন সংযোজন খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। সেখানে তিনটি বুস্টার ও পাম্পিং স্টেশনে এবং ৫–৬টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক তৈরি হতে যাচ্ছে। ওখানেও ডেডিকেটেডলি ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ করা হবে। মহানাগরিক আরও জানান, তাহলে কী দাঁড়ালো, উত্তরে কলকাতার ১–৬ নম্বর ওয়ার্ড, যাদবপুরসহ পূর্ব কলকাতার একটা বড়ো অংশ পাশাপাশি জোকা এবং ঠাকুরপুকুর হয়ে কিছু অংশে দৈনিক ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহের ব্যবস্থা হল। আর কলকাতার বাকি যে অংশটি রইল, সেই অংশটির জন্য পুরসংস্থার প্রস্তাব সামনে আসছে। সেই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে পুরসংস্থা এখন যে সব অঞ্চলে দৈনিক সাড়ে তিন ঘন্টা থেকে চার ঘন্টা জল সরবরাহ করে সেই এলাকায় দৈনিক ১২ ঘন্টা জল দেওয়ার জন্য আমরা বেশ কিছু টাকা এডিবির কাছে প্রস্তাব দিচ্ছি। ওই প্রস্তাবটি ক্লিয়ার হয়ে এলেই। সেটা স্টাডি করবার পর কিছু এগ্রিমেন্ট করবার জন্য এডিবি–র প্রতিনিধিরা ২১ আগস্ট কেন্দ্রীয় পুরভবনে আসেন। পুরসংস্থা সে অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। মহানাগরিক বলেন, তাহলে গোটা কলকাতার বেশ কিছু অংশে কলকাতার প্রায় ৬০ শতাংশ অংশে পুরসংস্থা দৈনিক ২৪ ঘন্টা জল সরবরাহ করবে এবং বাকি প্রায় ৪০ শতাংশ অংশে পুরসংস্থা দৈনিক ১২ ঘন্টা জলসরবরাহ করতে পারবে। এই ব্যবস্থা পুর কর্তৃপক্ষ করতে চলেছে।

বুস্টার স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার মতো একটি প্রাচীন জনপদবাসীদের যাতে আর ভূগর্ভস্থ জল পান করতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পূর্ব বেহালাস্থিত ১২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোকোলা বাগানে ২.৮৫ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সেমি–আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন গড়তে চলেছে কলকাতা পুর সংস্থা। এই স্টেশন তৈরি হলে ১২০ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ওয়ার্ড লাগোয়া বরো–১৩–র ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহের প্রেসারের উন্নতি ঘটবে। বর্তমানে এই তিনটি ওয়ার্ডে 'লো–প্রেসারে' পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে ১২০ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশে সিরিটি বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে জল সরবরাহ হয় এবং বাকি অংশে বিগ–ডায়ার টিউবওয়েলের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ হয়। ২.৮৫ মিলিয়ন গ্যালন জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিপিএসটি তৈরিতে মোট ব্যয় হবে ২৫ কোটি ৫১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। এর মধ্যে সিভিল ওয়ার্কে ব্যয় হবে ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা এবং ইলেকট্রো–মেকানিক্যাল ওয়ার্কে ব্যয় হবে ৭ কোটি ২৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং বাকি ৪১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৮৯ টাকা নির্মাণের পরবর্তী একবছর অপারেশন ও মেনটেনেন্স খাতে ব্যয় হবে। এখানে ভার্টিক্যাল হর্স–পাওয়ার পাম্প মোটর সেট বসছে পাঁচটি। এর মধ্যে তিনটি সর্বক্ষণ চালু থাকবে এবং দু'টি স্ট্যান্ড বাই থাকবে।

দক্ষিণ–পূর্ব রেলের স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বচ্ছ সচেতনতা, স্বচ্ছ কথোপকথন, স্বচ্ছ স্টেশন, স্বচ্ছ রেলগাড়ি, স্বচ্ছ কর্ম পরিসর, স্বচ্ছ আহার, স্বচ্ছ জল, স্বচ্ছ প্রসাধন ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা। এই নয়টি বিষয় নিয়ে গত ১৬

থেকে ৩০ আগস্ট সারা দেশে স্বচ্ছতা অভিযান 'স্বচ্ছতা পাখা–ওড়া' পালন করল দক্ষিণ–পূর্ব রেলওয়ে। মুখ্য কার্যালয় গার্ডেনরিচ এবং চারটি ডিভিশন খড়্গপুর, আদ্রা, রাঁচি ও চক্রধরপুরে এই অভিযানের উদ্বোধন হয় গত ১৬ আগস্ট এবং অভিযানের সফলতা নিয়ে পর্যালোচনা হয় ৩১ আগস্ট। নেওয়া হয় স্বচ্ছতার শপথ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ–পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এসএন আগরওয়াল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

এবার পুজোয় হোঁচট খাবে শহর কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর মাত্র কয়েকটি দিন বাদেই আসছে শারদ উৎসব। অন্যান্য বার অনেক আগে থেকেই শহরের রাস্তাঘাট মেরামত শুরু হত পুজোর ভিড় সামাল দিতে। এবার প্রায় সারা কলকাতা জুড়েই রাস্তাঘাট এক অবর্ণনীয় অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সবেমাত্র কোনওরকমে জোড়াতালির কাজ শুরু হলেও পুজোর আগে শেষ হওয়া দুষ্কর। ঠিকাদারদের অভিযোগ বকেয়া টাকা আদায় হওয়া তো দূরের কথা চাপের মুখে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। পুরোনো কাজের বহু টাকা আটকে থাকায় নতুন করে কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে এবার গ্রামগঞ্জ থেকে আসা মানুষের হোঁচট খাওয়া ছাড়া গতি নেই।

বেহালা বেহাল : চিৎকার চেঁচামেচিই সার। বেহালার অপবাদ আর ঘুঁচলো না। কষ্টটা বেহালার মানুষদের সয়ে গিয়েছে। এতো বলা সত্ত্বেও মহেশতলার বাটা, তারাতলা ফ্লাইওভারের নিচে বা বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার এমনই হাল। সামনেই পুজো সেফ লাইফ সেভ ড্রাইভ মাথায় রেখেই গাড়ি চালাতে হয়। কিন্তু রাস্তার এই খানাখন্দ কতটা বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করবে তা কারোর জানা নেই। ছবি: অরুণ লোধ

সৃষ্টির অভিনন্দনার ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি এগজিবিশন আয়োজন করা হয়েছিল নন্দন ৪–এ। ২৮ থেকে ৩০ আগস্ট ২০১৭ বিভিন্ন ভূদৃশ্যের ছবি ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা বন্দি হয়েছিল সেইসব ছবি নিয়ে তিনদিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার অরূপ দত্ত বিশিষ্ট পরিচালক অভিজিৎ গুহ এবং সুদেষ্ণা রায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেলের ডি জি এম প্রত্যুষ ঘোষ। রাহুল গুহর ক্যামেরায় বন্দি হওয়ার দৃশ্য অ্যাঙ্গেল বেশ প্রশংসাযোগ্য। তাপস রায়ের ঝর্নার দৃশ্য মন কাড়ে। মোহিনী দাসগুপ্তের পাহাড় এবং মেঘের খেলা ক্যামেরাবন্দি করেছেন তা বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এছাড়াও কল্যাণ কুমার মল্লিকের পাহাড়ের দৃশ্য খুব দৃষ্টিনন্দন। সমর সেনগুপ্ত, অর্ক দাস, অনিন্দিতা দে, সৌমাল্য নস্কর, বিপ্লব সিংহরায় ও শিবায়ন সিংহর ক্যামেরাবন্দি হওয়া ভূদৃশ্য বেশ দর্শকের মন কাড়ে। প্রথম দিন এবিষয়ের ওপর এক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এবং সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয় ফটোগ্রাফারদের। জানালেন আয়োজক বন্দনা দাস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত লোকোশিল্পীদের কর্মশালা বেহালা শরৎ সদনে.

পুজোয় তন্তুজের তুরুপের তাস কন্যাশ্রী শাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা: , হুগলি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হট ফেবারিট তুরুপের তাস 'কন্যাশ্রী' এখন বিশ্ববন্দিত। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম স্থান স্বীকৃতি লাভের পর এই সাফল্যকে রাজ্যের মানুষের মধ্যে সবরকম ভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল সরকার। তার জন্য ব্লকে ব্লকে অনুষ্ঠান, গান থেকে শুরু করে নানা উদ্যোগ নেওয়া চলছে। এই তালিকায় নতুন সংযোজন কন্যাশ্রী শাড়ি। রাজ্য সরকারের সংস্থা 'তন্তুজ' এবার পুজোয় তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে চলেছে এই শাড়িকে। যে শাড়ি আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আনা হল হাওড়ায় মঙ্গলাহাটে। এদিন রাজ্য সরকারের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শশী পাঁজা এক অনুষ্ঠানে এই শাড়ি দেখে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস করেন।

হাওড়ায় মঙ্গলবার বিরাট হাট বসে। প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার হাওড়া ময়দান ও

ব্রিজের উপরে চলে এই কেনাকাটার হাট। সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে তাঁত শিল্পীরা তাদের তৈরি করা জামাকাপড়ের পসরা নিয়ে হাজির হন এখানে। এবারে 'তন্তুজ' আনুষ্ঠানিকভাবে 'কন্যাশ্রী' শাড়ি বাজারে আনেন। টাঙ্গাইল ঘরানার এই সূক্ষ্ম কারুকাজের শাড়িটিতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা 'কন্যাশ্রী'র লোগো যেমন রয়েছে তেমনি বুটিকের মতো করে শাড়ির জমিতে বসানো হয়েছে বিশ্ববাংলার লোগো 'ব'। আঁচলে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবং ছাত্রীদের আদলে আঁকা কারুকাজ। এই তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়েছে ফুলিয়াতে। কাটোয়া লাইনে অগ্রদ্বীপ, সমুদ্রগড় প্রভৃতি জায়গাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবারের পুজোতে চন্দননগরের আলোকসজ্জায় কন্যাশ্রীকে লাইটের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তাই প্রতিমা দেখার সঙ্গে 'কন্যাশ্রী' দেখে দর্শনার্থীরা উপভোগ করবেন। ২০১১ সালে রাজ্যে মা–মাটি–মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারা রাজ্যের তাঁত শিল্পের উন্নতিতে প্রভূত কাজকর্ম হয়েছে। তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে এই তাঁদের শাড়িতে। হাওড়া এই মঙ্গলাহাট বহু পুরনো। এখানে বিক্রিবাটা ভালই হয়। শারদোৎসবের আগে এমন চমকপ্রদ তাঁদের শাড়ি সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে কিনতে বাধ্য করবে। যা হয়ত হট কেকের মতো বিক্রি হবে।

রাধাকৃষ্ণ মন্দির, রাজস্থানী দুর্গ ও গ্রামবাংলায় সেজে উঠছে কল্যাণী

দুর্গাপুজা

নিজস্ব সংবাদদাতা: মাইসোরের ইস্কনের রাধা – কৃষ্ণ মন্দির, রাজস্থানী দুর্গ ও গ্রামবাংলায় সেজে উঠছে কল্যাণীর দুর্গাপুজা মন্ডপগুলি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কল্যাণীর ঘোষপাড়া আইটিআই মোড়ের সার্বজনীন দুর্গাপুজার নাম। গত বছর এই পুজার থিম ছিল টরেন্টোর একটি মন্দির। এই বছর রজত জয়ন্তী বর্ষে মাইসোরের ইস্কনের প্রস্তাবিত রাধা – কৃষ্ণ মন্দিরের আদলে পুজো মন্ডপকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। মন্ডপসজ্জার অন্যতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে 'মুক্তো'। মন্ডপসজ্জা ছাড়াও প্রতিমার গায়ের অলংকার সবই থাকছে মুক্তো দিয়ে সাজানো। 'সতী মায়ের' মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ঘোষপাড়া (পূর্বপাড়া) সার্বজনীন দুর্গাপুজার এইবছরের মন্ডপের সজ্জার নিবেদন 'প্রকৃতি ও সম্প্রীতি '। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে অহরহ মানুষের রোষে পড়ছে অরণ্য প্রকৃতি। তার পরিনণতিতে ঘটছে বৃক্ষ ছেদন ও পরিবেশ দূষণ। বৃক্ষ ছেদন ও পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্যই আয়োজকরা এইরকম থিম নির্মাণ করেছেন। পাটের তৈরি পুতুল, মূলি বাঁশ, ঝালড় সহ বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব উপাদান দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই মন্ডপ। বি ব্লকের – ৭ –এর পল্লী দুর্গাপুজার থিম 'আত্মা '। বি – ১ চিত্তরঞ্জন পার্কের একের পল্লী দুর্গাপুজা সমিতির মন্ডপ এইবার প্রাক সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে রাজস্থানী দুর্গের আদলে সেজে উঠছে। রাজস্থানী পোষাকে প্রতিমাকে সাজানো হচ্ছে। বি ব্লকের – ৯ –এর পল্লী 'বোট পার্ক' সার্বজনীন দুর্গাপুজা মন্ডপ এই বছর গ্রাম বাংলার আদলে সেজে উঠছে। রথতলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির পুজার ৫৪ তম বর্ষে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে পুজা প্যান্ডেলকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।

মাঙ্গলিকী

কবিতা ফেরি করেই সংসার প্রতিপালন ভাই দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেশায় একজন ভ্রাম্যমান পুস্তক বিক্রেতা হলেও তিনি মূলত একজন চারণ কবি। প্রায় বছর আটত্রিশের এই চারণ কবির নাম ভাই দাস। বাড়ি হুগলি জেলায়। কিন্তু পেশার সুবিধার্থে তিনি কয়েকবছর ধরে মা কাজল দাস, স্ত্রী পূর্ণিমা ও মেয়ে সোনালীকে নিয়ে বসবাস করছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দমদম পুরসভাধীন নাগেরবাজার এলাকায়। ছড়া লেখার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বদের জীবনী লিখেও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা নিজেই বিক্রি করেন। তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত কবি, লেখকদের তালিকায় তার নাম না থাকলেও মনে কোনও খেদ নেই ভাই দাসের। নিজের মনে ছড়া কেটে, নিজের লেখা বই নিজেই বিক্রি করেন চলন্ত ট্রেনের কামরায় কিম্বা কোনও রাজনৈতিক জনসভায়।

সংসার প্রতিপালনের জন্যে এটাই তার একমাত্র উপার্জনের মাধ্যম। দারিদ্র্যের কারণে বেশিদূর পড়াশুনো করতে না পারলেও কিশোর বয়েস থেকেই কবিমনের প্রকাশ ঘটে তার। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই তার লেখা প্রথম ছড়ার বই প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশনার খরচ দিয়েই তাকে সহযোগিতা করেন তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ আকবর আলি খোন্দকার। 'খাস ছড়া' নামে ২০০৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। যা এখনও হাওড়া ও শিয়ালদহ লাইনের লোকাল ট্রেনে বিক্রি হয়। এরপর ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত মাত্র ষোল পাতার বই 'একাই একশো মমতা ব্যানার্জী'। নানা সাল–তারিখ সহ যা ছুঁয়ে গিয়েছে নেত্রীর লড়াই, আন্দোলনের ইতিহাসকে। মাত্র তিন টাকা দামের বইটি বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখের উপর। প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন সংবাদপত্রে বইটি প্রশংসিত হয়। এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপরে বই লেখেন। এই বইটিও বেশ কয়েকটি দৈনিকে প্রশংসামূলক খবরে স্থান করে নেয়।

দুটি পুস্তিকাই প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছিল চতুর্ভূজ পুস্তকালয়। ভাই দাসের সাম্প্রতিক প্রকাশনা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে লেখা মাত্র ষোল পাতার পুস্তিকা 'কর্মযোগী আদিত্যনাথ'। মাত্র দশ টাকা মূল্যের এই বইটিও চতুর্ভূজ পুস্তকালয়ের প্রকাশনা। একেবারে চটি বই। কিন্তু ভোটে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসা পর্যন্ত আঠারো পর্বে সাজানো এই পুস্তিকা ভাই দাসের লেখনী শৈলীর পরিচয় বহন করে তা লেখেন। পূর্ণাঙ্গ জীবনী না হলেও অনেক অজানা তথ্যই উঠে আসে তাতে। মাত্র আধঘন্টার মধ্যেই পড়ে ফেলা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নিয়েও লিখেছিলেন এরকমই পুস্তিকা। কখনও দূরদর্শন, কখনও মিরাক্কেল–এ অনুষ্ঠান করেছেন প্যারডি গানের। যাতে তিনি তুলে এনেছেন সাম্প্রতিক নানা বিষয়। প্রতিদিন সকাল হলেই বই হাতে বেরিয়ে পড়েন। কখনও ট্রেনের কামরায়, কখনও জনসভায়। মুখে ছড়া কেটে বই বিক্রি করন। কেননা, একমাত্র এটাই যে ভাই দাসের রুটি–রুজির মাধ্যম।

'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার উজ্জ্বল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার মাসিক সাহিত্যসভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আগস্টের দ্বিতীয় শনিবার সন্ধ্যায় পি–৭৮, লেক রোডের সেন বাড়িতে। বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় বর্ষার গান দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং 'ব্যঙ্গমা' পত্রিকার সম্পাদক ও সুগায়ক অরুণোদয় ভট্টাচার্য। দশবিধ সংস্কার নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জ্যোতিবল্লভ সাহা। পরবর্তী শিল্পী ছিলেন মিতা দাশগুপ্ত। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতাটি আবৃত্তি করে অনুষ্ঠানটিকে উজ্জীবিত করেন। এরপর আবার আলোচনা।

বক্তা স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক মোহিত গুপ্ত। কবি–নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাহিত্যকৃতি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা ও গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মেজাজটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন। পরের পরিবেশক প্রবীণ বলিষ্ঠ কবি ও প্রাবন্ধিক রণধীর কুমার দে। তিনি দু'টি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এরপর মঞ্চে এলেন প্রখ্যাত গীতিকার ও গায়ক দেবাশিস রায়। তাঁর তিনটি গান উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। পরের আলোচক বিশিষ্ট প্রবীন যাদুকর তথা কথক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন মণীষীদের হাস্য রসাত্মক বিভিন্ন উক্তি এবং ঘটনা সম্বলিত সংগ্রহ অসাধারণ। তারই কয়েকটি পাঠ করে শোনান।

প্রবীণ আবৃত্তিকার কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কবিগুরুর 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। গোপেন্দুভূষণ চৌধুরীর লেখা ছোট্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন মৈত্রেয়ী চৌধুরী। কবি বিউটি পাল স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অলৌকিক গল্প পরিবেশন করেন অনির্বাণ সেনগুপ্ত। স্বপ্না দাসের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বদাই এক উচ্চ মাত্রা বহন করে। আজও তার অন্যথা হলো না। সবশেষে দেবাশিস মল্লিক তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গানে উপস্থিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন আকাশবাণীর প্রাক্তন ঘোষিকা তথা সংবাদ পাঠিকা মৈত্রেয়ী চৌধুরী। এছাড়া যথারীতি অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে তৎপর ছিলেন 'ত্রিকালে'র কার্যকরী সম্পাদক সুব্রত হাইত এবং কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ পাত্র।

অনুষ্ঠানের শেষপর্বে 'ত্রিকাল' সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ঘোষণা করেন– 'ত্রিকালে'র আগামী সাহিত্যসভায় (০৯/০৯/২০১৭) প্রকাশিত হবে শারদসংখ্যা 'ত্রিকাল'। সফল লেখক, প্রকাশক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

বহু পুরস্কারে সমৃদ্ধ সুব্রতবাবু

কবিতা হল প্রাণ এই ইলেকট্রিক ব্যবসায়ীর

রিম্পি ঘোষ: হুগলি জেলার মগরার আমোদঘাটা অঞ্চল। সেখানে থাকেন ইলেক্ট্রিক ব্যবসায়ী সুব্রত ভট্টাচার্য। ইলেক্ট্রিকের কাজ করার পাশাপাশি তিনি কবিতাও লেখেন। ছোট থেকেই তাঁর ছন্দ মিলিয়ে মজার কথা বলার অভ্যাস ছিল। মগরা বাগাটি রামগোপাল ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার সময় থেকেই শিক্ষক ভবানী প্রসাদ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এসে কবিতা লেখার প্রতি সুব্রতবাবুর ঝোঁক বেড়ে যায়। ১৪– ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। পরবর্তীকালে এই কবিতা লেখার হাত ধরেই অনেক পুরস্কার পান তিনি। এই বছরই ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা উৎসবে 'সাহিত্যসাগর' পুরস্কার, বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, বিশ্ববঙ্গসাহিত্য উৎসবে কবিতাকাশে 'কবি নক্ষত্র' পুরস্কার, বাংলা নববর্ষে উৎসব স্মারক বিশ্ববঙ্গ পত্রিকা, গুণীজন সম্বর্ধনা ইত্যাদি বহু সাহিত্য সম্মান ইতিমধ্যেই ঠাঁই পেয়েছে সুব্রতবাবুর ঝুলিতে। সুব্রতবাবুর পরিবারে রয়েছেন বাবা দিলীপ ভট্টাচার্য (প্রাক্তন পুলিশ কর্মী), সুব্রতবাবুর স্ত্রী ইন্দিরা ভট্টাচার্য (অঙ্গনওয়ারী কর্মী), এক মেয়ে স্নেহা ভট্টাচার্য ও এক ছেলে সায়ন্তন ভট্টাচার্য।

ছেলে সায়ন্তন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠরত। মেয়ে স্নেহা পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্য বিশারদ। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে স্থানীয় নৃত্য শিক্ষিকা অঞ্জু ভট্টাচার্যের কাছে নাচ শিখছে। মাত্র নয় বছরের প্রশিক্ষণেই এলাহাবাদে প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী, উত্তরপাড়া 'মনোমন্দির' আয়োজিত কথক নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী, অরবিন্দ ভবনে শিশু প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার, ওড়িশার কটকে আয়োজিত উৎকল যুব সাংস্কৃতিক সংঘ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর খেতাব অর্জন করে স্নেহা। নৃত্যে এই অসাধারন প্রদর্শনের জন্য গত বছর নেহেরু চিল্ডরেন্স মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রায় ১,৮০০ টাকা বৃত্তি পুরস্কার পায় সে। এই বছরও কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ট্রেনিং বিভাগ থেকে স্নেহা বৃত্তি পাবে। ভবিষ্যতে নৃত্যে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

পুস্তক আলোচনা

শ্রীতপন শাস্ত্রীর 'জীবন সমৃদ্ধি'

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জ্যোতিষ তন্ত্র সম্রাট স্বর্ণমুকুট ও স্বর্ণপদক বিজয়ী শ্রীতপন শাস্ত্রী 'জীবন সমৃদ্ধি' নামে একটি নতুন পুস্তক রচনা করলেন। দৈনন্দিন জীবনের সুখ, শান্তি ও আনন্দের জন্য বেশ কিছু অভিনব টোটকার টিপস পুস্তকটিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। যেমন গৃহ সমস্যা সমাধানের জন্য লেখা হয়েছে— প্রতিদিন ঘর মোছার সময় অবশ্যই একটু নুন দিয়ে ঘর মুছতে হবে। তাহলে বাস্তু দোষ কাটবে। বিদ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে অঙ্কে ভাল নম্বর পেতে বইয়ের মধ্যে ময়ূরের পালক রেখে দিন। ভালো হবেই। আরও বলা হয়েছে দিনে প্রথম যে ভিক্ষুকের দেখা পাওয়া যাবে, তাকে অন্তত কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে। ফিরিয়ে দিলে খুব অশুভ। বিভিন্ন সমস্যার টিপস আছে 'জীবন সমৃদ্ধি' বইটিতে। এছাড়াও কাল সর্পযোগ, সাড়ে সাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রহের মন্ত্র ও কবচ এবং ফেংসুই ও বাস্তু টোটকার টিপস আছে বইটিতে। যারা জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন কিংবা তন্ত্র–মন্ত্র মেনে চলেন, তাঁরা অবশ্যই বইটি সংগ্রহ করুন

জীবন সমৃদ্ধি – তপন শাস্ত্রী, মূল্য–২২০ টাকা।
গ্রন্থকীট

সি নে মা ঘ র

'রিভেঞ্জ নিতেই হবে' ছবির অডিও রিলিজ

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রেস ক্লাবে গত শুক্রবার ২৫ আগস্ট বিকালে একটি নতুন বাংলা ছবির রিলিজ অনুষ্ঠান ছিল। ছবির নাম 'রিভেঞ্জ নিতেই হবে'। পরিচালক জয়ন্ত উপাধ্যায় এ ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকারও বটে।

তিনিই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। দেবযানী প্রোডাকশনের ব্যানারে নির্মিত এ ছবির সঙ্গীত পরিচালকরা হলেন তরুণ–মিতা এবং সত্যজিৎ। গানগুলি লিখেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীল–পঙ্কজ, দেবপ্রসাদ। কণ্ঠশিল্পীরা হলেন কুমার শানু, জোজো, শুভলক্ষ্মী, শ্রীপার্থ ও মিতালী। চিত্রগ্রাহক হলেন বৈদ্যনাথ বসাক এবং প্রদীপ দাস। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন মনোজ মিত্র, অনামিকা সাহা, নির্মলকুমার, দিলীপ রায়, অর্জুন চক্রবর্তী, রমেশ রায়চৌধুরী, সন্তু উপাধ্যায়, কল্যাণী মণ্ডল, সংঘমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী দত্ত, টুইঙ্কল, অংশুমান এবং নবাগত ঋষভ। অডিও রিলিজ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখলেন ছবির পরিচালক জয়ন্ত উপাধ্যায়, বিশিষ্ট অতিথি ড. শঙ্কর ঘোষ এবং এ ছবির নায়ক ঋষভ ও নায়িকা টুইঙ্কল। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মধুমিতা। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে নন্দন এবং অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে। প্রতিভা মিউজিকের তরফ থেকে গানের সিডিটি প্রকাশিত হয়েছে। অতিথিদের পুষ্প স্তবক, গানের সিডি এবং মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে বরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আর্কষণীয় হয়েছিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক দিন পর আবার বড়পর্দায় দেখা যাবে তিন মহানায়িকাকে। মাধবী, সুপ্রিয়া ও সাবিত্রী এদের সঙ্গে থাকবে আমাদের সেই অপু মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আবার বেশ কিছুদিন পর প্ররিচালক অনুপ সেনগুপ্ত এক নতুন ধরনের সিনেমা নিয়ে আসছে দর্শকদের দরবারে যার নাম 'জীবন খাতার প্রতিপাতায়'। এক অন্য ধরনের গল্প ছোট্ট নাতিকে তার দাদু বিদেশ যাওয়ার আগে পাশের বাড়ির তিন বোনের কোলে দিয়ে যায়। সেই তিন দিদা মানুষ করতে গিয়ে হিমশিম খায়। তারপর অনাথ আশ্রমে দেওয়া হয় কিন্তু একাকিত্বে ভোগেন তিন বোন। আবার নিয়ে আসে নিজেদের কাছে।

এরকম ভাবেই বড় হয় ঋক (পাঞ্চজন্য চক্রবর্তী) তারপর তার দাদু এসে হাজির। অনেক টানাপোড়েনের পর শেষে কোর্ট অবধি যেতে হয়। এভাবেই চলতে থাকে গল্প। নিবেদিতা চক্রবর্তী ও ধ্রুবজ্যোতী চক্রবর্তী নিবেদিত পাঞ্চজন্য চলচ্চিত্রম প্রযোজিত এই ছবি শ্যুটিং শুরু হবে পুজোর পর থেকেই। অনেক দিন বাদে পরিচালকের এই ছবির কাজটি দর্শকের মন জয় করবে বলে আশাবাদী সকলে। এক সঙ্গে ৪ জনকে মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া দেবী ও সৌমিত্রকে একই পর্দায় দেখতে পাওয়াটা এক আলাদা আমেজ এনে দেবে বাংলার সিনেমাপ্রেমীদের। এছাড়াও এই সিনেমায় রয়েছে সুভাশিস চক্রবর্তী, চিন্ময় রায় সহ আরও দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রীরা। চিত্রনাট্য লিখছেন তিতিন।

–ছবি : উৎপল রায়

শ্রেয়ান্ত ফিল্মস–এর নতুন ছবি 'অস্কার' মুম্বইতে কাজ করা পার্থসারথি মান্নার পরিচালনায় তৈরি হবে এই ছবিটি। প্রেক্ষাপট ১৯৮২ সাল। ছোট্ট এক গ্রামের জমিদারি বিলুপ্ত হওয়া বংশের দুই পুত্রকে নিয়ে সঙ্গে তাঁর ঠাকুমা। রুদ্র ও রাতুল দুই ভাই। রাতুল উঠতি লেখক মনে করেন নিজেকে। এইভাবে চলতে থাকে গল্প। একদিন হঠাৎ তাদের ঠাকুমার কাছে জানতে পারে তাদের বাবার মুম্বইতে ভালো সিনেমা করে অস্কার পাওয়ার স্বপ্নের কথা। যা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করার পথে এগিয়ে চলে দুই ভাই। সিনেমায় অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জি, অপরাজিতা আঢ্য, সাহেব ভট্টাচার্য, খরাজ মুখোপাধ্যায়, সুমিত সমাদ্দার, লিলি চক্রবর্তী, আয়শি তালুকদার প্রমুখ। কমিডির মোড়কে মোড়া এই সিনেমার শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে আগস্ট থেকে।

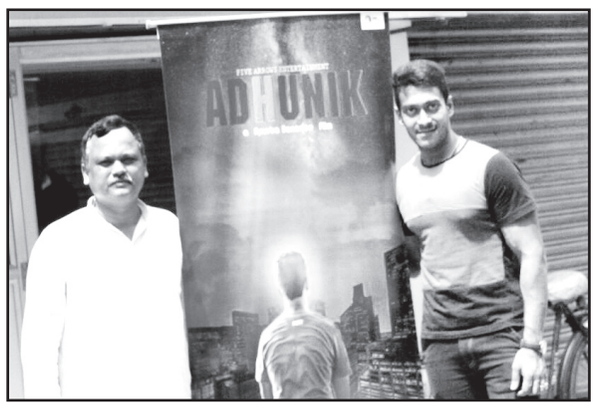

গত ১৫ আগস্ট পোদ্দারনগর সার্বজনীন আয়োজন করেছিল এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা । এদিন এদের সহযোগিতায় ছিল ফাইভ অ্যারো এন্টারটেইনমেন্ট। পুজোর পরে মুক্তি পাচ্ছে তাদের নতুন সিনেমা 'আধুনিক'। সিনেমার প্রযোজোক ও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিষেক। মেন্টাল রিটার্ড এক তরুণের চরিত্রে দেখা যাবে নবাগত এই অভিনেতাকে। সিনেমার বিষয় নির্বাচনে রয়েছে চমক যা মন ছুঁয়ে যাবে। আশা প্রযোজকের।

নুন, ঝাল, মিষ্টি ঠিকঠাক

অন্য স্বাদের মাছের ঝোল

ড. শঙ্কর ঘোষ

গরিষ্ঠ সংখ্যায় বাঙালি মাছের ঝোলের ভক্ত। পাতে এক টুকরো মাছ পড়লে আর কথা নেই। কিন্তু সেই 'মাছের ঝোল'ই যে কোন ছবির নাম এবং বিষয় বস্তু হতে পারে, ছবিটা দেখতে যাওয়ার আগে সেই প্রশ্নটাই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু 'মাছের ঝোল' ছবিটা দেখার পর মনটা ভরে গেল তৃপ্তিতে। ঝালে ঝোলেই তো বাঙালির জীবন। সেই সঙ্গে ছবিতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে গর্ভধারিনী মাকে। একদিকে নার্সিং হোমে মুমূর্ষু মা অপরদিকে মায়ের মন রাখতে সুদূর প্যারিস থেকে ছুটে আসা একমাত্র পুত্র বিদেশের নামকরা শেফ দেবডি ওরফে দেবদত্ত এসেই ক'টা দিন মাছ দিয়ে নানান রকমের রান্না করা; এই দুই মিশেলে দর্শকের মন দ্রবীভূত হয়েছে। মানের মন পেতে এক সময়ের যুবক দেবদত্ত মাছ রেঁধেছেন কখনো বড়ি দিয়ে, কখনো হিং দিয়ে, কখনো বা সজনে ডাটা দিয়ে। প্রত্যেকবারই মা একই উত্তর দিয়েছেন ফেলে আসা সেই মাছের ঝোলের স্বাদ তিনি পাচ্ছেন না। মায়ের অপারেশনের আগের দিনের মাছের ঝোল এক অপূর্ব উপায়ে রাঁধলেন দেবদত্ত, সঙ্গে থাকেন আরেক তরুণী শেফ ম্যাগী। এই ক'টা দিনের ফ্রেমে আমরা অনেক তথ্য পেয়ে যাই। রাশভারী বাবার সঙ্গে ছেলের মনোমালিন্যের খবর। যুবতী স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে নায়কের প্যারিস গমন। নায়কের প্যাসির জীবনে আরেক প্রেমিকার সঙ্গ। কিন্তু চিত্রনাট্যের বিপুল গ্রন্থনে কোনও কিছুই প্রক্ষিপ্ত মনে হয় না। গল্পকে এত সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য পরিচালক প্রতিম ডি গুপ্তাকে অকুণ্ঠ চিত্তে ধন্যবাদ জানাতে হয়। 'সাহেব বিবি গোলাম'–এর পর আবার উনি একটা অন্য স্বাদের ছবি আমাদের উপহার দিলেন।

অভিনয় এ ছবির বড় আকর্ষণ। দেব ডি'র ভূমিকায় ঋত্বিক অবাক করেন। ফ্রেঞ্চ ভাষায় সংলাপ বলা থেকে শুরু করে রান্নার মধ্যে ডুব দেওয়া সব কিছুতেই ঋত্বিক অবাকই করেছেন। প্রাক্তন স্ত্রী শ্রীলার চরিত্রে পাওলি দামের অভিনয় অনেকদিন মনে থাকবে। ছবিতে তার জায়গাটা কম, তবু তিনি তাঁর জোরটুকু দেখিয়েছেন। মমতাশঙ্করের মা মমতায় ভরপুর। ফরাসী প্রেমিকা সিমের চরিত্রে কায়া এবং উঠতি শেফ ম্যাগির চরিত্রে সৌরসেনী; দুজনেই দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

চিত্রগ্রাহক শুভঙ্কর ভড়ের কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। অনুপম রায়ের সুরও মনকে ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহারটি অন্য মাত্রা এনে দেয়। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে যেমন বিচিত্র রান্নার রেসিপি দেখানো হয়, এখানে ছবির শেষে অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে কমলালেবুকে মাছের ঝোলের মধ্যে ব্যবহার করে কেমন রান্নাটা করা যায় তা শেফ দেবডি (ঋত্বিক) আমাদের দেখান। এই বৈচিত্র্যটুকু দর্শকদের ভালো লাগবে নিশ্চয় করে বলা যায়।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ফুটবল বিশ্বকাপ কী লাতিন আমেরিকায়

অরিঞ্জয় মিত্র

সামনেই কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। ২০১৮-তে অনুষ্ঠিত হতে চলা রাশিয়া বিশ্বকাপের দাবিদার কি ফের কোনও ইউরোপিয়ান দেশ। নাকি এবার খানিকটা পালাবদল ঘটিয়ে বিশ্বকাপে দাপট দেখাবে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো। এইসব প্রশ্ন নিয়েই এখন সোচ্চার গোটা ফুটবল দুনিয়া। এতদিন হত কি বিশ্বকাপে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার অধিকার প্রায় সমানুপাতিক ছিল। সে জায়গাতেই থাবা বসিয়েছে ইউরোপ। আর ইউরোপিয়ানদের এই কর্তৃত্ব চলছে প্রায় একযুগ ধরে। গত তিনটি বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে ইউরোপের তিন-তিনটি দেশ। এদের মধ্যে স্পেন, ইতালি ও জার্মানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে আবার জার্মানি সবথেকে শক্তিধর দেশ হিসেবে গণ্য হয়। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে টক্কর দিয়ে জার্মানি ৪ বার জিতে নিয়েছে বিশ্বকাপ। পিছিয়ে নেই রক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য বিখ্যাত ইতালি। তারাও জার্মানির সমান ৪ বার জিতেছে বিশ্বকাপ। লাতিন আমেরিকার অপর শক্তিশালী দেশ আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ ঘরে এনেছে ২ বার। শেষবার মারাদোনার এক ও অদ্বিতীয়ম কামালে কিস্তি মাত করেছে আর্জেন্টাইনরা। তাও সে ১৯৮৬ সালে। ফুটবলে মারাদোনার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে যাকে ধরা হয় সেই লিওনেল মেসি অবশ্য এখনও দেশকে বিশ্বকাপ দিতে পারেননি। গতবার ফাইনালে অসাধারণ খেলেও জার্মানির কাছে ০-১ হার থামিয়ে দিয়েছে মেসির সেই স্বপ্নকে। অবশ্য সেসব ঝেড়ে ফেলে রুশ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেছেন লিওনেল। তার আগে অবশ্য যোগ্যতা অর্জনকারী রাউন্ডে ভালো খেলতে হবে নীল-সাদা জার্সিধারীদের। কারণ এখন আর্জেন্টিনা যেভাবে খেলছে তাতে তাঁদের স্থান ৫এ। এই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে আগামীকাল রবিবার উরুগুয়ের সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ে উতরাতেই হবে মেসি ব্রিগেডকে। লিওনেল অবশ্য এই লড়াইকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছেন দেশে। সতীর্থদের সঙ্গে গা ঘামানোর পাশাপাশি শেষ মুহূর্তের ছক কষে নেওয়াও চলছে জোরকদমে।

আর্জেনটিনার কাছে বিশেষ করে মেসির কাছে যেমন চ্যালেঞ্জ রুশ বিশ্বকাপ তেমনই লাতিন আমেরিকার অন্যতম ফুটবল দৈত্য ব্রাজিলের কাছেও মরণপণ সংগ্রাম হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। গতবার জার্মানির কাছে ৭ গোল খাওয়ার কষ্ট এখনও কুরে কুরে খায় আম ব্রাজিলিয়ানদের। অবশ্য সেই ব্রাজিল আর এখনকার ব্রাজিল মোটেই এক নয়। বরং বিশ্ব ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বরে থেকে ব্রাজিল বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এবার একেবারেই অন্যরকম। যারা বিশ্বকাপ জেতা ছাড়া আর কিছু ভাবছেই না। মেসির কাছে যেমন আর্জেন্টিনাকে কাপ দেওয়া মূল লক্ষ্য তেমনই ভাবনায় মজে আছেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার। এদের মাঝে একবার করে বিশ্বকাপ জেতা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও আয়োজক দেশ রাশিয়ার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। জার্মানি নাম যে দেশের তারা যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরণকামড় দিতে তৈরি থাকবে এটা না বললেও গোটা দুনিয়া জানে। ইতালিও যখন তখন চমক সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। এদের সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো কতটা জুঝতে পারে সেটাও এবার দেখার।

কড়িধ্যা ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্টারনেট, ফেসবুকের যুগে বর্ষাকালে যে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলা থেকে বাংলার অত্যন্ত প্রিয় খেলা ফুটবল হারিয়ে যায়নি তার প্রমাণ মিললো বীরভূম জেলায়। ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে জনপ্লাবন দেখা গেল বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে কড়িধ্যা বরমহুলা গ্রামের ফুটবল মাঠে। ২৫, ২৬ এবং ২৭ আগস্ট 'নবীন সঙ্ঘ' ক্লাবের পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়ে গেল কড়িধ্যা বরমহুলা গ্রামের ফুটবল মাঠে। পান্ডবেশ্বর, মেমারী সহ ১৬টি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২৭ আগস্ট রবিবার ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় রেনুকা একাদশ এবং পুরন্দরপুর কেশরী সঙ্ঘ।

নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোল শূন্য থাকায় ট্রাইব্রেকারে ৫-৩ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয় রেণুকা একাদশ। পুরস্কার হিসাবে চ্যাম্পিয়ন দল পায় ১৫০০০ টাকা। বৃষ্টির মধ্যেও ফাইনাল খেলা দেখার জন্য মাঠের চারপাশে উপচে পড়ে মানুষ। এই বছর এই ফুটবল টুর্নামেন্ট ২৫ বছরে পর্দাপণ করল বলে জানান সমাজসেবী শিক্ষক শুভঙ্কর দও। এছাড়াও বিজেপির উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট ২৭ আগস্ট রবিবার হয়ে গেল দুবরাজপুর মাদৃক সঙ্ঘ মাঠে। অন্যদিকে, বিশ্বকর্মা পুজোর সময় থেকে লাভপুরে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

রিম্পি ঘোষ: জাপান শটোকান ক্যারাটে-ডো কানিনজুকো অর্গানাইজেশন (পঃবঃ)-র উদ্যোগে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ষষ্ঠ কানিনজুকো শটোকান রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া দপ্তরের সহ সম্পাদিকা দীপা মিত্র, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি সিহান প্রেমজিৎ সেন, ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও রেফারি রেনসি পরমজিৎ সিং। প্রায় ৫২টি বেশি বিভাগে প্রায় ৩৭০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

দূষণমুক্ত সমাজের বার্তা দিতে চায় তীর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ বছরের ছিপছিপে একটি তরতাজা তরুণ। চোখে চশমা। কিন্তু উজ্জ্বল চোখের কৌতুহলী দৃষ্টি। দুচাকার সওয়ারি হয়ে পৃথিবী ভ্রমণের নেশায় ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ পথকেই বন্ধু করে নিয়েছে তীর্থ। তীর্থ কুমার রায়। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের কোতোয়ালি থানার পাহাড়পুর নাথুয়াপাড়ার বাসিন্দা। শৈশব কালেই বাবা মাকে হারিয়ে কাকা কাকিমার কাছে মানুষ। অভাবের সংসারের পড়াশুনা চালানোই দায়। পুরুলিয়ার আনন্দমার্গী বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করে। জলপাইগুড়ি সোনউল্লা হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর এখন বালিগঞ্জ সিটি কলেজের প্রথম বর্ষের কমার্সের ছাত্র। কিন্তু পড়াশুনা চালিয়ে গেলেও ১৬ সাল থেকে ১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত বেশিটা সময় রাস্তায় কাটিয়েছে। সাইকেলে চেপে 'দেখব এবার জগৎটাকে' এই প্রত্যাশা নিয়ে।

২৮ আগস্ট তীর্থর সঙ্গে দেখা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানায়। থানার আইসির ঘরের সামনে বসে ছিল তীর্থ। আইসির সঙ্গে দেখা করে যাতে রাত্রিবাস থানাতেই করা যায় সেই আর্জি জানাতে। তীর্থ জানালো ইতিমধ্যেই সে আলিপুরদুয়ার, কার্সিয়াং, কোচবিহার, মালদহ, রায়গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া পরিভ্রমণ করে ফেলেছে। বিভিন্ন ব্লকের বিডিও থানার আইসিরা শংসাপত্রও দিয়েছে তাকে। তার উদ্দেশ্য কি? তীর্থ জানাল, তার বিশ্বাস পৃথিবী ১ থেকে শুরু হয়েছে। সে সেই ১ এ পৌঁছতে চায়। প্রথমে সারা বাংলা তারপর বাংলাদেশ এবং সব শেষে বিশ্বভ্রমণ করতে চায়। দূষণ মুক্ত বিশ্ব গড়ার আবেদন পৌঁছে দিতে চায় নাগরিকদের। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলা তার উদ্দেশ্য। তীর্থ জানাল নোদাখালি থেকে সে যাবে ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার। তারপর শনিবার সাইকেল ডায়মন্ড হারবারে রেখে ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরে পড়াশুনা করবে।

আবার শনিবার থেকে শুরু হবে সাইকেলে পরিভ্রমণ। তীর্থ জানায় সে বেরিয়েছিল চারশো টাকা নিয়ে। এখনও তা শেষ হয়নি। কারণ পথের মানুষরাই সব ব্যবস্থা করে দেন। কালিম্পং-এ পক্স হয়েছিল তীর্থর। ওখানকার মহকুমা শাসক তীর্থর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তীর্থ জানায় পথে পথে ঘুরে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেগুলি সব সে লিখে রাখছে। আগামী দিনে একটি বই রচনা তার লক্ষ্য। নোদাখালি থানার আইসি বিশ্বজিৎ পাত্রও তাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। রাতে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন। আলিপুর বার্তা পত্রিকার পক্ষ থেকেও আমরা তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার বিশ্ব ভ্রমণের স্বপ্ন সার্থক হোক।

প্যারা অলিম্পিকে প্রতিবন্ধীরা বিশ্ব জয় করেছেন বার বার। কিন্তু প্রতিবন্ধী ক্রীড়া বৃত্তের অবস্থা খুবই সোচনীয় তাই প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও ২৮ আগস্ট সিভিলিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন একটি অভিনব পদযাত্রার আয়োজন করেন। প্রতিবন্ধকতা যুক্ত খেলোয়াড়দের সমর্থনে সচেতনতা তৈরি করার জন্য এই পদযাত্রা। এদিন এই সংগঠন প্রতিবন্ধকতা যুক্ত খেলোয়াড় ছাত্রছাত্রী এবং সফল খেলোয়াড়দের সম্মিলিত করে প্যারা অলিম্পিক্স প্রতিযোগিতার সমর্থনে প্রচার ও প্রয়াস চালায় এর মাধ্যমে যা অপরকে অনুপ্রেরণা দেয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের আয়োজিত ৪০ তম সারা ভারত রেল ব্রিজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল গার্ডেনরিচের বি এন আর অফিসার্স ক্লাবে। এই প্রতিযোগিতায় সেরার সেরা দক্ষিণ রেল, দ্বিতীয় দক্ষিণ পূর্ব রেল, তৃতীয় কেন্দ্র রেল। এছাড়াও যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে হল মেট্রো রেল, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, কলকাতা পোর্ট ক্রাস্ট এছাড়ায় বিভিন্না রেল। ছবিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তুলে দিচ্ছেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার এস এন আগারওয়াল।

আইডিয়াল সিনিয়র অ্যাথলেটিকস ক্লাবের সূচনা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : ভারতবর্ষের ৭১ তম স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে শুভসূচনা ঘটল বারাসতের আইডিয়াল সিনিয়র অ্যাথলেটিকস ক্লাবের। নবজাতক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মাদার অফ অল স্পোর্টস অ্যাথলেটিকস-এর মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিভা তুলে আনা। নীলগঞ্জ-এর লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ৯-১২ বছরের স্কুল পড়ুয়াদের এবং মানসিক বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সুভাষ ময়দান পর্যন্ত একটি রোডরেসের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কিংকর ভিষ্ঠাল রামানুজ (ফাউন্ডার অফ ওংকারনাথ মিশন) পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপ-পুর প্রধান অশনী মুখোপাধ্যায়, এসডিপিও গণেশ কুমার বিশ্বাস, সুভাষ নন্দী (সহ, সভাপতি অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ) কমলকুমার মৈত্র (সম্পাদক, অ্যাথলেটিকস অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ) ডাঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ ধীমান চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিভু চক্রবর্তী, ডাঃ গৌতম সাহা, ডাঃ তপন বিশ্বাস (সভাপতি, আইএমএ বারাসত), ডাঃ স্বপন রায় (সহ সভাপতি আইএমএ) ডাঃ অনিন্দ্য দাস, বিমল সামন্ত (সম্পাদক উত্তর-২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা) রবীন্দ্রনাথ শূর (সম্পাদক সুভাষ ইনস্টিটিউট) আইডিয়াল সিনিয়র অ্যাথলেটিকস ক্লাবের সভাপতি সরোজ কান্তি মজুমদার ও সম্পাদক ভানুরঞ্জন গুন সহ সংস্থার দুই কর্ণধার ইন্দ্রিজিৎ সাহা ও রঞ্জন আইচ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

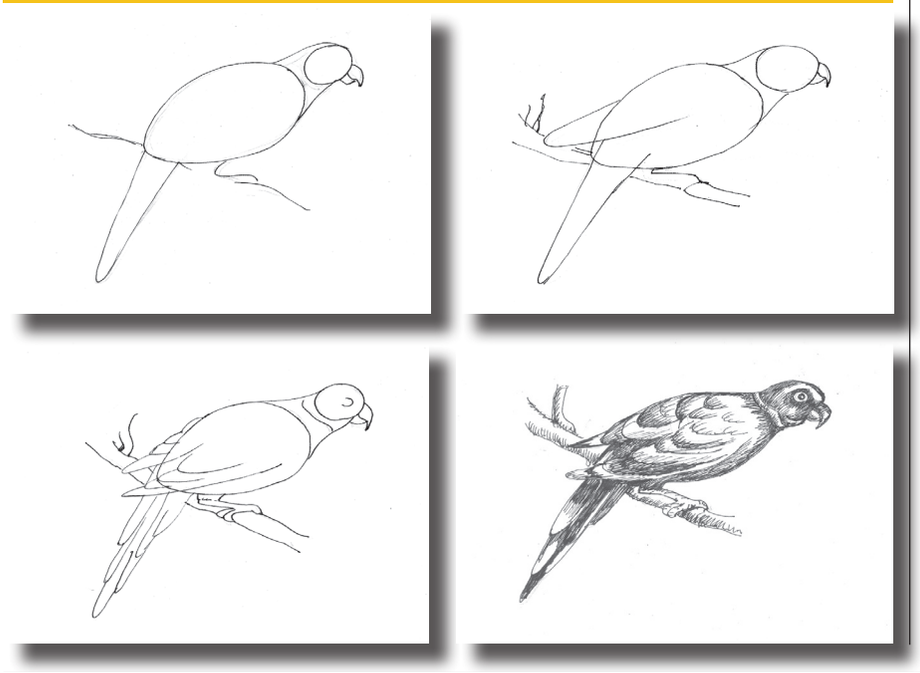

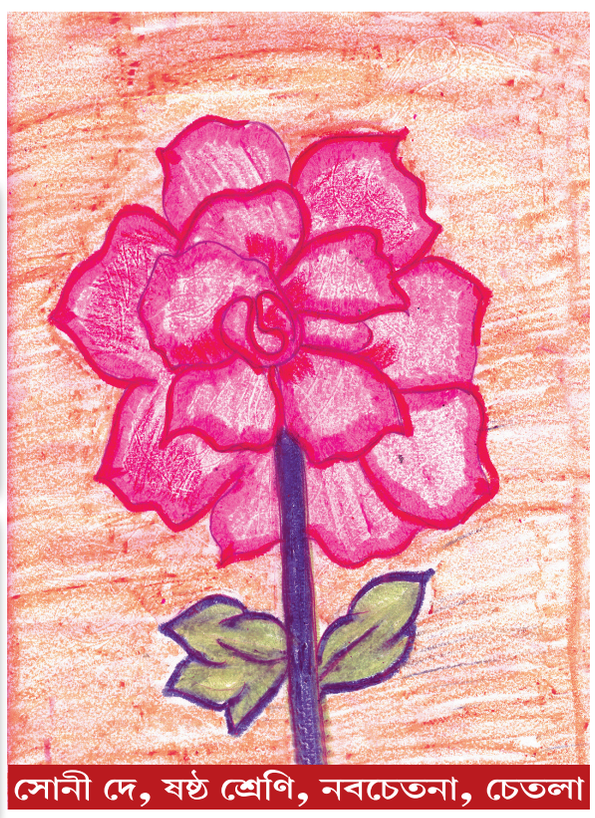

সোনী দে, ষষ্ঠ শ্রেণি, নবচেতনা, চেতলা

আসছে... শারদীয়
আলিপুর বার্তা

ফিরে দেখা

গল্প
ভবানী মুখোপাধ্যায়
শক্তিপদ রাজগুরু
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
নচিকেতা ভরদ্বাজ

গল্প
সিদ্ধার্থ সিংহ
অরিন্দম আচার্য
বিশ্বেশ্বর রায়
সুচিত চক্রবর্তী
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রবন্ধ
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ড. শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা
উপন্যাস
অশোকেশ মিত্র

রম্যরচনা
সুকুমার মন্ডল
কবিতা
রত্নেশ্বর হাজরা
পি সি সরকার জুনিয়র
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
তপনদেব চট্টোপাধ্যায়
উদয় চক্রবর্তী
দীপঙ্কর চক্রবর্তী
অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন
সিদ্ধার্থ মুখার্জী

এছাড়াও লিখছেন : বিরূপাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল গোস্বামী, অমিত সঞ্জয়, সৌমে রায়, সুমীত দাসগুপ্ত, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত মুখোপাধ্যায়
নেতাজী নিয়ে : ড. জয়ন্ত চৌধুরী, মৃৎশিল্প নিয়ে : ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা
মুখোমুখি ড. শঙ্কর ঘোষের সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার এবং সে যুগের চারুলতা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় বিশেষ নিবন্ধ : ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত
এক্ষুনি যোগাযোগ করুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com